বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত®

AGRADOOT

বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ০৪, চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৫-১৪২৬, এপ্রিল ২০১৯

মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে...

শুভ নববর্ষ ১৪২৬

এ সংখ্যায়

- মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস
- The Patina
- অসমাপ্ত আত্মজীবনী
- আনিসা; একজন অদম্য মেধাবী কিশোরী
- ভুতের রাস্তায় অভিযান
- তথ্য-প্রযুক্তি
- ছড়া-কবিতা
- ভ্রমণ কাহিনী
- স্কাউট সংবাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস

স্কাউট প্রতিজ্ঞা

আমি আমার আত্মমর্যাদার উপর নির্ভর করে প্রতিজ্ঞা করছি যে

- আল্লাহ ও আমার দেশের প্রতি কর্তব্য পালন করতে
- সর্বদা অপরকে সাহায্য করতে
- স্কাউট আইন মেনে চলতে

আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।

স্কাউট আইন

- স্কাউট আত্মমর্যাদায় বিশ্বাসী
- স্কাউট সকলের বন্ধু
- স্কাউট বিনয়ী ও অনুগত
- স্কাউট জীবের প্রতি সদয়
- স্কাউট সদা প্রফুল্ল
- স্কাউট মিতব্যয়ী
- স্কাউট চিন্তা, কথা ও কাজে নির্মল

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার

সম্পাদনা পরিষদ
সরোয়ার মোহাম্মদ শাহরিয়ার
আখতারুজ জামান খান কবির
মোঃ মহসিন
মোঃ মাহমুদুল হক
মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
ফাহমিদা
মাহমুদুর রহমান
মাহবুবা খানম
মোঃ জিয়াউল হুদা হিমেল

নির্বাহী সম্পাদক
মোঃ মশিউর রহমান

সহ-সম্পাদক
জন্মজয় কুমার দাশ
মোঃ আরমান হোসেন
মো. এনামুল হাসান কাওছার
জে এম কামরুজ্জামান
শেখ হাসান হায়দার শুভ

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স
মোহাম্মদ মিরাজ হাওলাদার

বিনিময় মূল্য
বিশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।
ফোন: ৯৩৪২০৫৮, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ-১২৬
মোবাইল: ০১৭১২-৮৬৪১১৫ (বিকাশ নম্বর)
ফ্যাক্স: ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

ই-মেইল
bsagrodoot@gmail.com
probangladeshscouts@gmail.com

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন
www.scouts.gov.bd

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র
অগ্রদূত
AGRADOOT

বর্ষ ৬৩ ▪ সংখ্যা ০৪
চৈত্র-বৈশাখ ১৪২৫-২৬
এপ্রিল ২০১৯

সম্পাদকীয়

‘এলোরে ওই এলো
নতুন বর্ষ ওই এলো,
তরুণ তপন ওঠলোরে
ধ্বস্ত তিমির ছুটলোরে,
নওরোজের এই উৎসবে
ওঠ জেগে আজ ওঠ সবে,
সুপ্তি ভাঙো চোখ খোলো
দুঃখ হতাশ শোক ভোলো,
চাও কেন আর পশ্চাতে
চাইলে হবে পসতাতে,
হও আজিকে অগ্রসর
নতুন আশা ব্যগ্রতর...।’

(নববর্ষের আশীর্বাদ-কবি গোলাম মোস্তফা)

শুভ নববর্ষ-১৪২৬

সময়ের পথ পরিক্রমায় আরেকটি বছর গত হয়ে আবার এক নতুন সূর্যের স্বর্ণালি আভায় সেজে উঠল হাজার বছরের ঐতিহ্যমন্ডিত আমাদের স্বদেশভূমি। পুরনো কথা, বিয়োগ ব্যথা আর যতসব গ্লানি ভুলে যা কিছু প্রাপ্তি, তাকে সঙ্গে করে এগিয়ে চলার মন্ত্রণা হোক আজ নতুন দিনের দীপ্ত আবাহন। সকল অমানবিক অশুভ অপশক্তির ভিত্তি নাড়িয়ে দেয়ার বৈশাখ এসেছে। বাঙালির বর্ষবরণের মহোৎসবে যোগ হবে গোটা দেশ। এই বিশেষ দিনে হাজার বছরের সমৃদ্ধ সংস্কৃতির আলোয় নতুন করে জেগে উঠবে বাঙালি। শেকড়ের শক্তি নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শপথ নেবে। মানুষের ভেতরে শুভবোধ, মানবিক চেতনা জাগ্রত করার আহ্বান জানানো হবে। বর্ষবরণ উৎসবের সবচেয়ে বর্ণাঢ্য আয়োজনটি মঙ্গল শোভাযাত্রা। ক্রমে এটি বিশ্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ হয়ে ওঠেছে। পেয়েছে ইউনোস্কোর স্বীকৃতি। শোভাযাত্রার আয়োজন করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদ। এবারও আয়োজনে যোগ দিয়েছেন হাজার হাজার মানুষ। ‘মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে’ এই স্লোগান কে সামনে রেখে আয়োজন করা হয়েছে শোভাযাত্রার। আমরা এবারের সংখ্যায় মঙ্গল শোভাযাত্রার সঠিক ইতিহাসকে তুলে ধরে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছি। মঙ্গল শোভাযাত্রা নিয়ে যে ভ্রান্ত ও মনগড়া ধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে এই প্রতিবেদনে তার ভ্রান্তি ঘুচবে বলে আমরা আশাবাদী। সেই সাথে নিয়মিত সকল বিভাগই থাকছে এই সংখ্যায়।

জুলাই ২০১৬ থেকে নিয়মিত
প্রকাশিত হচ্ছে বাংলাদেশ স্কাউটস ইনবক্স...

President asks scouts to stand against narcotics, extremism

FOCUSIGN on the importance of intensifying the scout movement across the country, President Abdul Hamid on Sunday asked scouts to take a stand against drug abuse and extremism.

"Take a stand against narcotics and extremism. Always uphold the spirit of freedom struggle, patriotism and duty towards making," the president told the scouts while inaugurating the 10th Bangladesh and 3rd South Asian Association of National Scout Organization Scout Jamboree 2019 at the National Scout Training Centre at Mouchak in Gazipur in the afternoon.

Abdul Hamid, also the chief scout, said: "You will lead the nation tomorrow . You will build a hunger and poverty-free, developed and rich Bangladesh which founder president Sheikh Mujibur Rahman had dreamt of.

Nothing that the scout movement would help to save teenagers and the youth from falling prey to narcotics, fanaticism, communalism, and extremism, he said.

Only the scouts could help build a modern, progressive and creative new generation.

Abdul Hamid urged all, including guardians and scout leaders, to

ক্লিক করুন : www.scouts.gov.bd

সূচীপত্র

মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস	৩
The Patina	৫
অসমাপ্ত আত্মজীবনী: এক অবিসংবাদিত নেতার আত্মজৈবনিক কথামালা	৭
সুইচোরা	৯
জীবনে খারাপ সময়ে ভেঙে না পড়ে ১০টি কথা মনে রাখুন	১০
আনিসা; একজন অদম্য মেধাবী কিশোরী	১১
হাঁসির খোরাক: জোকস ও ধাঁধাঁ	১২
ভুতের রাস্তায় অভিযান	১৩
তথ্য-প্রযুক্তি	১৫
স্কাউটিং কার্যক্রমের ছবি	১৭
ভ্রমণ কাহিনী : ঘুরে এলাম পূণ্যভূমি সৌদি আরব.......	২৫
স্বাস্থ্য কথা	২৭
খেলা-ধুলা	২৮
ছড়া-কবিতা	২৯
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ	৩৪
স্কাউট সংবাদ	৩৫
স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা	৪০

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে *অগ্রদূত* এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ, স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল ইন স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাৎকার *অগ্রদূত*-এ প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন *অগ্রদূত* পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

– সম্পাদক, অগ্রদূত

লেখা ই-মেইল করে পাঠানোর ঠিকানা: bsagrodoot@gmail.com, probangladeshscouts@gmail.com
ডাকযোগে: সম্পাদক, অগ্রদূত, বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-১০০০।

মঙ্গল শোভাযাত্রার ইতিহাস

সময়টা ১৯৮৪ সাল। ক্ষমতায় জেনারেল এরশাদ। মাহবুব জামাল শামীম, হিরণ্ময় চন্দসহ কয়েকজন তরুণ মাত্র চারুকলার পড়াশোনার পাঠ চুকিয়ে ফিরে গেছেন নিজ শহর যশোরে। সেখানে গিয়ে তারা 'চারুপীঠ' নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুললেন। উদ্দেশ্য রঙ, পেন্সিল আর কাদামাটি দিয়ে শিশুদের শৈশব রাঙানো। এই চারুপীঠ থেকে তাঁদের হাত ধরেই শুরু হয়েছিল প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রা। আর সেটা হয়েছিল যশোরে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়।

কিন্তু শুরুটা হল কিভাবে? হুট করেই প্ল্যান হল; বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নিতে অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। যেই ভাবা, সেই কাজ। সবাই চৈত্রের শেষ রাতে পুরো যশোর শহর জুড়ে আলপনা আঁকতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আরও প্ল্যান হলো একটা মিছিল বের হবে: একটা শোভাযাত্রা। কেউ জানতেন না যে তাঁদের এই শোভাযাত্রা একদিন জাতীয় উৎসবে পরিণত হবে। স্বীকৃতি পাবে, ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের অংশ হবে!

শোভাযাত্রার জন্য জিনিসপত্র বানানো শুরু হল। মাহবুব জামাল বানালেন পরী আর পাখি। হিরণ্ময় তৈরি করলেন বাঘের মুখোশ। পরদিন ভোর বেলায় যশোর শহর দেখল এক অদ্ভুত দৃশ্য! একদল ছেলে মেয়ে পাঞ্জাবি আর শাড়ি পরে সানাইয়ের সুরে, ঢাকের তালে মুখোশ আর ফেস্টুন নিয়ে নেচে গেয়ে পুরো শহর ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর এভাবেই জন্ম হল মঙ্গল শোভাযাত্রার। শুরুতে যে উৎসবের নাম ছিল বর্ষবরণ শোভাযাত্রা।

পরের মঙ্গল শোভাযাত্রাটাও হল ঐ যশোরেই। এবার শহরের অন্য সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোও চারুপীঠের এই আয়োজনে যোগ দিল। গঠিত হল 'বর্ষবরণ পরিষদ'। সাড়ে তিন হাজার মুখোশ, বড় একটি হাতিসহ আরও অনেক কিছু তৈরি করা হল। কিন্তু প্রশ্ন হল, যশোরের সেই শোভাযাত্রা কিভাবে সমগ্র বাংলাদেশের হয়ে উঠলো?

উত্তর হচ্ছে, মাহবুব জামাল ১৯৮৮ সালে পড়াশোনার জন্য আবার চারুকলায় ফিরে যান। তাঁর সঙ্গে ফিরে যান তাঁর চারুকলার অন্য বন্ধুরা যারা তাঁর সাথে যশোরে চারুপীঠে মঙ্গল শোভাযাত্রার আয়োজনের সহযোদ্ধা ছিলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৮৯ সালে চারুকলার শিক্ষার্থীদের মঙ্গল শোভাযাত্রা করতে উদ্বুদ্ধ করতে শুরু করেন তারা।

আর এভাবেই ১৯৮৯ সালে বঙ্গাব্দ ১৩৯৬ বর্ষবরণের সময় শিক্ষার্থীদের আয়োজনে প্রথম ঢাকায় শুরু হয় মঙ্গল শোভাযাত্রা। ১৯৬৭ সাল থেকে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু হলেও মঙ্গল শোভাযাত্রা প্রথম হয় ঐ বছরে। প্রথম মঙ্গল শোভাযাত্রার পোস্টার করেছিলেন চারুকলার পেইন্টিং ডিপার্টমেন্টের ছাত্র সাইদুল হক জুইস। 'লক্ষ্মীসরা' ছিল সেই পোস্টারের প্রতিপাদ্য। তখন কেউ খুব ভালো মুখোশ বানাতে পারতেন না। অতঃপর দৃশ্যপটে হাজির হলেন তরুণ ঘোষ। বিদেশে মাস্টার্স করতে গিয়ে তিনি মুখোশ বানানো শিখে এসেছিলেন। ব্যাস আর কি লাগে!

শুধুমাত্র নিজেদের উৎসাহ আর ইচ্ছা থেকে সেই শোভাযাত্রা হয়েছিল। তারা নিজেরা নিজেরাই সব কাজ করলেন, পরিচিত বন্ধু বান্ধবদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করলেন। হুট করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীসহ জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলো এই আয়োজন নিয়ে উৎসাহী হয়ে উঠল। মানুষের মুখে মুখে তখন এই শোভাযাত্রার আলাপ। জাতীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোতে প্রকাশিত হল শোভাযাত্রার।

তার পরের বছর মানে ১৯৯০ সালে চারু শিল্পী সংসদ সহ নবীন-প্রবীণ সব চারুশিল্পী মঙ্গল শোভাযাত্রায় অংশ নেন। ছিলেন সালেহ মাহমুদ, ফরিদুল কাদের, ফারুক এলাহী, সাখাওয়াত হোসেন, শহীদ আহমেদসহ সকল স্বনামধন্য শিল্পী। আর তাঁদের সঙ্গে অংশ নেন চারুকলার তৎকালীন সকল ছাত্র।

সিদ্ধান্ত হল চারুকলার শিল্পীরা তাদের তৈরি করা মুখোশ, ভাস্কর্য নিয়ে থাকবেন শোভাযাত্রার একদম সামনের অংশে। কিন্তু এমন একটি অনুষ্ঠান করার মতো টাকা পয়সা তখন চারুশিল্পী সংসদের কাছে ছিল না। তাহলে উপায়?

তখন এগিয়ে আসলেন সাংস্কৃতিক জোটের সভাপতি ফয়েজ আহমেদ। তিনি বিভিন্ন জায়গা থেকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করলেন। আর সেই শোভাযাত্রার পুরো পরিকল্পনা ছিল শিল্পী ইমদাদ হোসেনের। প্রথমে নাম ঠিক করা হয়েছিল: বৈশাখী শোভাযাত্রা কিন্তু একদম শেষ মুহূর্তে যশোরের 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' নামটাই চূড়ান্ত করা হল।

১৯৯১ সালে পুরো অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত হয় সম্মিলিত সাংস্কৃতিক জোট। ঐ বছরই সবার অংশগ্রহণে একটি জাতীয় উৎসবের পরিকল্পনা শুরু হয়। সেই শোভাযাত্রায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস চ্যান্সেলর, বিশিষ্ট লেখক, শিল্পীসহ সাধারণ নাগরিকরা অংশ নেয়।

১৯৯১ সালের মঙ্গল শোভাযাত্রায় ছিল বিশালকায় হাতিসহ বেশ কিছু বাঘের প্রতিকৃতির কারুকর্ম। কৃত্রিম ঢাক আর অসংখ্য মুখোশ দিয়ে তৈরি

প্ল্যাকার্ডসহ মিছিলটি নিয়ে একদল ছেলে মেয়ে নাচে গানে উৎসব মুখর পরিবেশ সৃষ্টি করে। ১৯৯২ সালে মঙ্গল শোভাযাত্রার একদম সামনের অংশে ছাত্র ছাত্রীদের কাঁধে ছিল বিরাট আকারের একটি কুমির। বাঁশ এবং নানা রং এর কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কুমিরটি।

১৯৯৩ সালের বর্ষবরণ ছিল বঙ্গাব্দ ১৪০০ সালের সূচনা। আর সে উপলক্ষ্যে '১৪০০ সাল উদযাপন কমিটি' ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরর চারুকলা ইন্সটিটিউটের সামনে থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের করে। শোভাযাত্রার আকর্ষণ ছিল বাঘ, হাতি, ময়ূর, ঘোড়াসহ আরও বিভিন্ন ধরনের মুখোশ। চারুকলার সামনে থেকে শোভাযাত্রাটি শুরু হয়ে শাহবাগ মোড় দিয়ে শিশু একাডেমি হয়ে আবার চারুকলায় এসে শেষ হয়।

১৯৯৩ সাল থেকেই মঙ্গল শোভাযাত্রা একটি জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়। আর এরপর দাবানলের মত সেটি ছড়িয়ে পরে পুরো বাংলাদেশে। জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা ইউনেস্কো ২০১৬ খ্রিস্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর বাংলাদেশের ''মঙ্গল শোভাযাত্রা'' কে বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ অধরা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে।

এখন দেশের প্রায় সব জেলায় প্রতি বছর পহেলা বৈশাখে মঙ্গল শোভাযাত্রা বের হয়। অশুভ শক্তির বিরূদ্ধে শান্তি, গণতন্ত্র ও বাঙ্গালি জাতিসত্বার ঐক্যের প্রতীক হিসেবে মঙ্গল শোভাযাত্রা আজ বাঙালি জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তৎকালীন স্বৈরশক্তিকে হটিয়ে সুষ্ঠু গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে, শুভ শক্তিকে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনতে দেশের শিল্পী সমাজ যে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার আয়োজন করেছিলেন তা আজ সারা বিশ্বের শান্তিপ্রিয় প্রতিবাদী জনগনের কাছে অনুকরণীয়। যার সাথে ধর্মের কোনই সংশ্লিষ্টতা নেই। এ উদযাপন আমাদের একান্তই নিজস্ব সংস্কৃতির।

■ তথ্যসূত্র:
বাংলা সন ও পঞ্জিকার ইতিহাস-চর্চা এবং বৈজ্ঞানিক সংস্কার- শামসুজ্জামান খান
উইকিপিডিয়া, বাংলাপিডিয়া, ইন্টারনেট

■ সংকলন: জন্মেজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

THE PATINA

The day of days arrived for the students of the Government Intermediate Girls College, Bakshibazar, Dacca, the present day Dhaka. It was Election Day of the Students' College Cabinet for the 1966 - 1967 session. Soon came the results. The announcement read, Sheikh Hasina and Najma Choudhury elected as Vice President, (V. P.) and General Secretary (G. S.) of the College Cabinet. Names of other posts were also declared. Sheikh Hasina, a name to go up in the annals of not only Bangladesh but of the world on counts of several paradigms.

My encounters or any conversation with Sheikh Hasina, were few and far between in the college premises, during college days but they were always pleasant and warm. Sheikh Hasina in no time became my Hasina Apa (elder sister) - an unexplicable bond that has not only stood the test of time, but has mellowed over the years.

Truimphant Sheikh Hasina, with no loss of time, hugged me to congratulate, with looks of assurance that did not betray me to this day, a span of more than half a century.

Discharging of responsibilities came knocking at the door soon after the Installation of the College Cabinet Members. Good and not that good days followed. But Hasina Apa was as cordial to me as ever. There were hitches, but on no occasion was her ways cold towards me. We did perform our very best during those days, despite, the fact that, it was anything, but not an easy sail.

On one of the quiet days, after the Cabinet term was over, I was asked by the Hostel Superintendent to visit Hasina Apa at her 32, Dhanmondi residence. She read out from a letter written by Hasina Apa requesting her to allow me to visit her. She had sent a car and her cousin Jelly, who was my classmate at college. I was not only unaware but could not think of any happenings or incidents, which could have prompted Hasina Apa to invite me to her place. Road 32, in Dhanmondi was quiet and calm. Hasina Apa's mother, Khala Amma, (aunt) came to greet me and soon after followed servings of sweets. Smilingly she said, 'Hasur biye hoise, misti khao.' ('Hasu's married, enjoy the sweets'). I did not know what I should say and remained quiet. Hasina Apa took me to her younger brother, Jamal's room, where he had cuttings of my pictures from newspapers, glued to the walls. He was Najma Apa's bhokto (admirer). Khala amma was soft spoken and affectionate. I was fortunate to have an opportunity to enjoy lunch at Hasina Apa's place, while her father was there. She introduced me to her father as her friend, who greeted me with a broad smile and a couple of queries. While we were at lunch, Hasina Apa also tended to the mother-in-law.

Years passed by, the two of us had little or no interaction with each other. During Dhaka University days, time together was rare. Hasina Apa left the country with her husband, Wajed Mia, my Dula Bhai (brother-in-law). All that existed between the two of us were memories.

While Hasina Apa was the Leader of the Opposition, in the government I met her a couple of times. People around were amazed at the warmth she expressed towards me. Now, I meet her now and then and her affection for me has never faltered.

One worth mentioning incident was during Hasina Apa's visit to Government Intermediate Girls' college, which is the Alma Mater for both of us. The college was celebrating its Silver Jubilee with the then Prime Minister, Sheikh Hasina as the Chief Guest. I was invited by the college to be there as an ex-student, perhaps, so were

all the thousands who came to attend the occasion. No sooner did the Chief Guest, Sheikh Hasina, once a student of the college and also V. P of the Students' College Cabinet, the Prime Minister of Bangladesh, ascended the dais prepared for her, she called for her G. S. I muse, and muse much that Hasina Apa more often than not looks for Najma, addressing her as - amar/my G. S. I find it quiet interesting. Of course, I appreciate her cordiality.

On one occasion, in the year 2000, Robin Sen Gupta, Robi Kaku, (uncle) of Agartala, Tripura a photo-journalist by profession and a junior friend of Abba, my father, came to Dhaka to meet the Prime Minister with a mission in mind. He put up at our place during his stay in Dhaka, as on other occasions. One evening, at Asar, evening prayer time, he asked me if I could make arrangements for him to meet the Prime Minister. I had never encountered such a situation earlier. I thought of making an attempt. I called the Prime Minister's office, requesting for an appointment. I was over the moon with joy, as, I was given an appointment within twenty-four hours along with Robi Kaku. We were greeted exceptionally warmly at the Gono Bhaban. Robi Kaku was astonished by the way - with a big and long hug, the Prime Minister of the country received his niece (Najma) at her official home. In no time Sheikh Rehana, who happened to be there was called. She too received her Najma Apa in similar manner. Introductions being over, it was Robi Kaku turn. His mission, was to hand over to the Prime Minister certain items which he had treasured for long, since those March days of 1971. As a photojournalist, Robi Kaku had come to East Pakistan. During those days of terror and turmoil, Robi Kaku could make it to Road 32, Dhanmondi, for an impromptu interview with the family of Sheikh Mujibur Rahman, who was then a political detainee in (West) Pakistan. Kaku handed over to Hasina Apa a family photograph of all the members, except her father and a recorded tape with Khala amma's interview. Needless to say, it was very emotional for both the sisters. Along with them, I too could not hold back my tears, however much I tried to check my welled up eyes. Kaku was delighted about the meeting and could not believe his eyes and ears, as to what he saw and heard at the Gono Bhaban, the official residence of the Prime Minister of Bangladesh. He shared the incident with anyone and everyone who came to our house for the next few days that he was in Bangladesh.

In recent years, I happen to see Hasina Apa a little more often. These do not always happen to be of unmixed feelings. I open my mind to her at times only to tell her about unpleasant and untoward happenings that arrest my attention. Though Hasina Apa, be it her magnanimity or as the proverb says, 'The wiseman's eyes are in his head', has never reacted to what I said to her - little to support her. In situations as these, it becomes more than a moral duty to speak one's mind - when warm feelings exist. After giving vent to my pent-up feelings, following to some extent the words of Walt Whitman, - 'Afoot and light hearted, I take to the open road, the world before me.' I did encounter, some 'friends' of the Prime Minister, who came to interrupt me, but I was Najma! Fortunately, I can boast of not being let down by Hasina Apa on one single occasion. Rather, she has the fondness for me, to raise both her hands to say, 'Najma to Najma e', 'Najma is Najma'.

According to Islam, the most wonderful of all things in life, is the discovery of another human being with whom one's relationship has a glowing depth and beauty. Thus I marvel at the things that happened or rather were accomplished by the caressing fingers of the years from 1966 to 2019, half a century and more between Hasina Apa and myself - fifty-two years is a long time in any man's calculation.

■ Writer: Professor Nazma Shams
Chairperson
National Committee for girl in scouting
Bangladesh Scouts

অসমাপ্ত আত্মজীবনী: এক অবিসংবাদিত নেতার আত্মজৈবনিক কথামালা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির আবেদন বহুমাত্রিক। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' শেষ পর্যন্ত শুধুমাত্র একটি আত্মজৈবনিক বই হয়ে থাকেনি, হয়ে উঠেছে ১৯৩৯ থেকে ১৯৫৪-৫৫ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের বিশেষত পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসের অনবদ্য, নিরপেক্ষ, নির্মোহ দলিল; টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক দুরন্ত কিশোরের সারা বাংলার মানুষের প্রতিনিধি হয়ে ওঠার এক অন্তরঙ্গ গল্প। বইটির ভাষারীতি অত্যন্ত সহজ, সুন্দর এবং সাবলীল, অনেকটাই শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের ভাষার কাছাকাছি। অসাধারণ চড়াই-উৎরাইয়ে ভরা লেখকের জীবনের গল্প যে কোন রোমাঞ্চকর উপন্যাসকেও হার মানায়। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির পরিক্রমা মূলত দুইটি কিন্তু তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত। ধারা দুটো হল লেখকের রাজনৈতিক জীবন এবং লেখকের ব্যক্তিগত জীবন। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির সাথে প্রথম প্রত্যক্ষ সংস্রব ঘটে ১৯৩৮ সালে। যদিও তখনও তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় নি। সে বারে তৎকালীন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এবং শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জে এসেছিলেন একটি সভা উপলক্ষে। সেখানেই প্রথম মিশন স্কুলে শহীদ সাহেবের সাথে শেখ মুজিবুর রহমানের কথা হয়। পরবর্তীতে এই পরিচয়ের সূত্র ধরে লেখক শহীদ সাহেবকে নিয়মিত চিঠি লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩৯ সালে কলকাতায় বেড়াতে গিয়ে শহীদ সাহেবের সাথে দেখা করেন। এবং সেখান থেকে ফিরে এসেই গোপালগঞ্জে মুসলিম ছাত্র লীগ গঠন করেন এবং তিনি তাঁর সম্পাদক হন। এভাবেই শুরু হয় লেখকের রাজনৈতিক জীবন। লেখকের রাজনৈতিক জীবনের বিস্তৃত বর্ণনা এই আলোচনায় বাহুল্য। তবে রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে দুর্ভিক্ষ এবং তারপর বিহার ও কলকাতার দাঙ্গায় লেখকের সক্রিয় ভূমিকার কথা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। বিশেষত '৪৬ এর দাঙ্গার সময় লেখক নিজে কলকাতায় ছিলেন বলে সে সময়ের কলকাতার দাঙ্গার বিবরণ বেশ বিস্তৃতভাবে এসেছে এই বইয়ে। শেখ মুজিবুর রহমান সে সময়ে দিনরাতের ব্যবধান ভুলে গিয়ে দাঙ্গা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্যে কাজ করে গিয়েছেন। দাঙ্গাক্রান্ত প্রতিটি আর্ত মানুষের জন্যে লেখকের যে আর্দ্র আবেগ, তাদের সহায়তার জন্যে প্রতিনিয়ত নিজের জীবন বিপন্ন করে যে সংগ্রাম, তাদের অমঙ্গল আশঙ্কায় যে ব্যক্তিগত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা তা অবশ্যই স্মরণীয় এবং শিক্ষণীয়। দাঙ্গার পরপরই দেশভাগের প্রসঙ্গ এই অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার নির্ধারণী নিয়ামক হয়ে ওঠে এবং আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে। দেশভাগের প্রাক্কালে পাকিস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলার মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন শেখ মুজিবুর রহমান দেখেছিলেন তার সাথে অবশ্যই পাঠক একাত্মতা অনুভব করবেন। সে সময় লেখক দেশভাগের জন্যে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে এতটাই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত পড়াশোনাও মুলতবি রেখেছিলেন। এ ব্যাপারে লেখকের যুক্তি ছিল খুবই পরিষ্কার, একটি নিজস্ব দেশই যদি না পাওয়া যায় তাহলে পড়াশোনা করে কী লাভ? অবশেষে সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পাকিস্তান পাওয়া গেল। কিন্তু খুব অল্প সময়ের মধ্যেই শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পারলেন, স্বাধীন দেশে সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন তিনি দেখেছিলেন তা অধরাই থেকে যাচ্ছে। দেশভাগের পরেও শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক গুরু শহীদ সাহেব পশ্চিম বাংলার সাধারণ, নিপীড়িত মানুষদের কথা চিন্তা করে সেখানেই থেকে গেলেন। এদিকে নাজিমুদ্দীন নেতা নির্বাচিত হয়েই ঢাকায় চলে এলেন এবং মুসলিম লীগে শুরু হল দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতির কাল। এই সময়ে শেখ মুজিব তাঁর অবস্থান থেকে সব সময়ই অন্যায়ের যথাসাধ্য প্রতিবাদ করেছেন, কথা বলেছেন নিপীড়িত মানুষের হয়ে। সে সব বর্ণনা অত্যন্ত প্রাঞ্জলভাবে এই বইয়ে উঠে এসেছে। আরও এসেছে '৪৮ সালে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে প্রথম যেই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে তার কথা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন শ্রেণির কর্মচারীদের ন্যায্য দাবি আদায়ের আন্দোলনের কথা, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের কথা, আদমজীর দাঙ্গার কথা; আর এ সবই লেখক বর্ণনা করেছেন তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে। শেখ মুজিবুর রহমানের বহুমুখী রাজনৈতিক জীবনই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের মূল আলোচ্য এবং প্রাণশক্তি। ব্যক্তিমানুষের প্রবণতাকে কখনোই তার কর্মকাণ্ড থেকে আলাদা করা যায় না। সেজন্যেই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটির সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, শেখ মুজিবুর রহমানের সমস্ত কার্যক্রমই শেষ বিচারে তাঁর কিছু আজন্ম প্রবণতার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। দুরন্তপনা, রাগ, গণমানুষের প্রতি ভালোবাসা, ন্যায়পরায়ণতা, দৃঢ়চেতা মনোভাব, ন্যায্য দাবি আদায়ে অনমনীয়তা এই প্রবণতাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। বইয়ের শুরুতে লেখক তাঁর পারিবারিক ইতিহাস বেশ আড়ম্বরের সাথেই বিধৃত করেছেন। সেই বর্ণনা থেকেই আমরা জানতে পারি লেখকের বংশ পরিচয়। তারপর আসে শেখ মুজিবুর রহমান শৈশব-কৈশোরের দুরন্তপনার আখ্যান। পুকুরে দীর্ঘ সময়

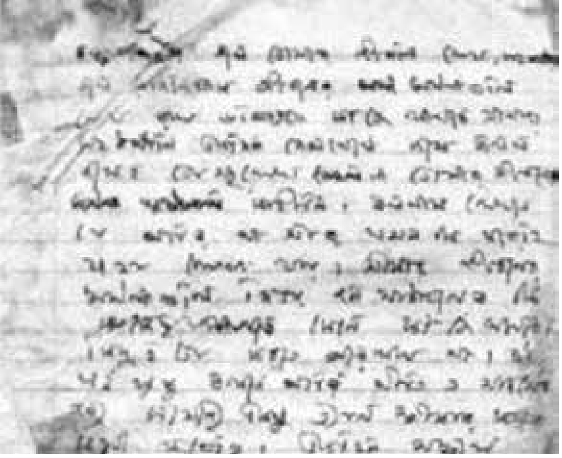

সাঁতার কাটা, মাঠে ফুটবল নিয়ে পড়ে থাকা বা যে কোন জায়গায় হঠাৎ করেই মারপিট শুরু করে দেয়ার গল্প। তবে এই দুরন্তপনার মধ্যেও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, লেখক তাঁর জীবনের শুরুর দিনগুলো থেকেই কখনও কোন অন্যায়ের সাথে আপোষ করেন নি। অন্যায়, অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। তারপর আসে লেখকের কলকাতার কলেজ জীবনের কথা। সেখানে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র থাকাকালীন সময়েই তাঁর রাজনীতির সাথে প্রথম সংযোগ ঘটে। আমরা দেখতে পাই শেখ মুজিবুর রহমান তার বাবার কাছে থেকে টাকা পয়সা এনে বিভিন্ন রাজনৈতিক কাজে ব্যয় করছেন। আবার কখনো লেখকের অর্ধাঙ্গিনী রেণু তাঁর জন্যে সংসারের খরচ থেকে বাঁচিয়ে টাকা জমিয়ে রাখছেন। পরে তিনি কলকাতা থেকে এলে সে টাকা তাঁর হাতে তুলে দিচ্ছেন। লেখকের কাজের প্রতি পরিবারের সমর্থন সবসময়ই এমন অকুণ্ঠ ছিল। এরকম পারিবারিক পরিবেশের প্রেক্ষাপট অবশ্যই লেখকের রাজনৈতিক জীবনের সফলতার অন্যতম নিয়ামক ছিল। লেখক রাজনীতির কারণে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে যে ত্যাগ স্বীকার করেছেন তাও অনুসরণীয়। লেখক অধিকাংশ সময়েই জেলে থাকতেন বা রাজনৈতিক কাজে এতই ব্যস্ত থাকতেন যে তাঁর সন্তানদেরও ঠিকমত সময় দিতে পারতেন না। আরেকটি বিষয় এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, তা হল লেখকের প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার বাইরেও অন্যান্য পড়াশোনা করার অদম্য আগ্রহ। বিশেষত ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর বিস্তর পড়াশোনা ছিল। এই পড়াশোনাই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শের স্বচ্ছতা তৈরি করেছিল। এছাড়াও শেখ মুজিবুর রহমানের একটি অসাধারণ শিল্পমন ছিল। তিনি যখন তাঁর দিল্লী এবং আগ্রার তাজমহল ভ্রমণের বর্ণনা করেন তখন তাঁর সেই শিল্প রসবোধ খুবই প্রকটভাবে ফুটে ওঠে। এছাড়া তিনি বইয়ের আরেক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, একবার নৌকায় বসে আব্বাসউদ্দিনের কণ্ঠে ভাটিয়ালি গান শোনার পর তাঁর মনে হয়েছিল, এই গান না শুনলে জীবনের অনেকটা অংশই অপূর্ণ থেকে যেত। এইসব বর্ণনাও তাঁর শিল্প সমঝদারির পরিচয় বহন করে। আসলে এইসব ঘটনা থেকেই অনুধাবন করা যায় তিনি কতটা পরিশুদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন, যে হৃদয় দিয়ে সাত কোটি মানুষকে সমানভাবে ভালোবাসা যায়। সার্বিক বিবেচনায় আমার কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক জীবনের চেয়েও ব্যক্তিগত জীবনাখ্যান বেশি চিত্তাকর্ষক মনে হয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটিতে অনেক রাজনৈতিক এবং কিছু অরাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই উঠে এসেছে। রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, লেখকের রাজনৈতিক পিতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ । হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যাঁকে লেখক শহীদ সাহেব বলে সম্বোধন করতেন তাঁর প্রতি লেখক প্রায় পুরো বইজুড়েই অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন। তথাপি আমরা দেখেছি, যেখানে শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সাহেবের অবস্থানকে সমর্থন করতে পারেননি সেখানে সরাসরি দ্বিমত পোষণ করেছেন। এটা লেখকের আপোষহীন মনোভাবেরই পরিচায়ক। এবং সে সব ঘটনা লেখক 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ে বর্ণনাও করেছেন। একই মানুষকে কষ্টিপাথরের নিচে ফেলে সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করে তার ইতিবাচক এবং নেতিবাচক দিকগুলোকে বের করে আনা এবং সেগুলো বলিষ্ঠভাবে উল্লেখ করা লেখনীর নিরপেক্ষতার ব্যাপারেই ইঙ্গিত করে। এই নিরপেক্ষতাই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্পদ। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি লেখকের দার্শনিক সত্ত্বার পরিচয়ও বহন করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাবলী বা বিষয় সম্পর্কে লেখকের যে সূক্ষ্ম, নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গি তা সত্যিই চিন্তা উদ্রেককারী। লেখক এই বইটি ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর স্ত্রীর অনুরোধে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ অবস্থায় লেখা শুরু করেন। যদিও তিনি প্রথমে সংশয়ে ছিলেন তাঁর আসলেই লেখার মত ক্ষমতা বা ভাষাজ্ঞান আছে কিনা এবং তাঁর জীবন সংগ্রামের গল্প পাঠকদের কাছে কোন গুরুত্ব বহন করে কিনা, তবে এই বই পাঠের পরে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় তাঁর লেখনীও মনোহরী, পাঠককে ধরে রাখার মতন। তবে আরেকটা কথাও স্বীকার করতে হবে, শেখ মুজিবুর রহমানের বৈচিত্র্যময় জীবনের গল্পই পাঠককে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইটি হাত থেকে নামিয়ে রাখার সুযোগ দেয় না। আর এই বইটির ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক গুরুত্বও এখন প্রশ্নাতীত। বইটি কিছুটা আত্মকথা, কিছুটা ডায়েরী এবং কিছুটা ঘটনাপঞ্জির ধরনে লেখা। বইয়ের শুরুতে শেখ হাসিনার লেখা ভূমিকা এবং বইয়ের বিভিন্ন অংশে জুড়ে দেয়া শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে লেখা পান্ডুলিপির টুকরো ছবি বইটিকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' প্রকাশের পর যে সমস্ত বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উলেখযোগ্য হল, বইটি আসলেই শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা কিনা? যদি তাই হয় তাহলে বইটি এতদিন পড়ে প্রকাশিত হল কেন? আসলে এই বিষয়ে আলোচনাই বাহুল্য, তবুও দুটো কথা জানানো আবশ্যক মনে করছি। আমার ধারণা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বইটি না পড়েই সমালোচনা করা হয়েছে। কারণ, বইটি প্রকাশে কেন কালবিলম্ব হয়েছে তা বইয়ের ভূমিকাতেই মুজিব তনয়া শেখ হাসিনা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ব্যখ্যা করেছেন। আর বইটি পড়ে বিবেচনা করলে এ সকল প্রশ্ন ওঠারই কথা না। কারণ, বইটির ভাষা এবং শব্দচয়ন শেখ মুজিবুর রহমানের মুখের ভাষার খুব কাছাকাছি। অন্য কারও পক্ষেই এই ভাষায় লেখা সম্ভব না। 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ১৯৩৮ থেকে শুরু করে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত সময়কালের এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক নির্ভরযোগ্য দর্পণ । সুখপাঠ্য এই বইটি দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। সমর মজুমদারের প্রচ্ছদে ৫২৫ টাকা মূল্যের এই বইটির গ্রন্থস্বত্ত্ব জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এর। বইটি সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত। বইটির কোন অংশবিশেষই যে কোন রূপেই হোক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট অথবা প্রকাশকের অনুমতি ব্যতীত কোথাও কোনভাবে পুর্নমুদ্রণ করা যাবে না ।

■ লেখক: জন্মজয় কুমার দাশ
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত

সুইচোরা

সুইচোরা (Bee-eater) ছোট, হালকা-পাতলা দেহবিশিষ্ট একটি পাখি। এদের ঠোঁট সরু, ছুঁচালো; নিচের দিকে বাঁকানো। লেজ আনুপাতিকভাবে লম্বা এবং কতক প্রজাতিতে কেন্দ্রী সরু পালক দীর্ঘাকার। সুইচোরাদের অধিকাংশই পূর্ব গোলার্ধের এবং অস্ট্রেলিয়ার বাসিন্দা। এদের পালক উজ্জ্বল নীল ও সবুজ বর্ণের, এতে আকর্ষণীয়ভাবে লাল ও হলুদ রং মেশানো। মৌমাছি, বোলতা, পিঁপড়া ইত্যাদি হুলবিশিষ্ট পতঙ্গ শিকার করে খেতে এরা অভ্যস্ত।

এজন্য শিকারকে নির্বিষ করার চমৎকার এক কৌশলও তারা অর্জন করেছে। ধৃত পোকাকে ঠোঁট দিয়ে শক্তভাবে ধরে এরা বারবার গাছের ডালে আঘাত করে এবং পরে মৃতপ্রায় শিকারকে ঘষে বিষ ও হুল মুক্ত করে। এরা প্রায় সব সময়েই উড়ন্ত অবস্থায় শিকার ধরে। সাধারণত এককভাবে অথবা দু'তিনটি দল বেঁধে নদীর কিনারায়, পাড়ে অথবা মাটির ঢিবিতে বাসা বাঁধে। কখনও কখনও কলোনির মতো অনেক পাখি একই জায়গায় বাসা তৈরি করে। স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই ডিমে তা দেয় এবং বাচ্চাকে খাওয়ায়। ডিম ফোটার ২৪ থেকে ৩০ দিন পর বাচ্চা বাসা ত্যাগ করে। পূর্ব গোলার্ধে সুইচোরাদের প্রজাতি সংখ্যা ২৭। বাংলাদেশে এদের ৪টি প্রজাতি আছে।

বাংলাদেশের সুইচোরার প্রজাতিগুলি হলোঃ Chestnut-headed Bee-eater (Merops leschenaulti)- বুলবুল পাখির চেয়ে ছোট। মাথা ও পিঠ উজ্জ্বল বাদামি রঙের, বুক ও গলা হলুদ। লেজের কেন্দ্রীয় সরু পালক মূল লেজের চেয়ে সামান্য লম্বা। স্ত্রী-পুরুষ দেখতে একই রকম। ছোট ছোট দলে পাহাড়ি বন এলাকার খোলা গাছের শাখায় বসে থাকতে দেখা যায়। এ প্রজাতি ভারত, শ্রীলঙ্কা এবং মায়ানমারেও বিস্তৃত; স্থানীয় নাম সুইচোরা/বাঁশপাতি (Green Bee-eater, Merops orientalis) প্রায় চড়ুই পাখি আকারের সবুজ পাখি, মাথা ও ঘাড় এলাকা লালচে ধূসর। লেজের কেন্দ্রীয় পালক দুটি যথেষ্ট লম্বা, সরু, ভোঁতা আলপিনের মতো। স্পষ্ট কণ্ঠহারের অনুরূপ গলায় কালো দাগ আছে।

স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একই রকম। দেশের প্রায় সর্বত্র খোলা জায়গায় জোড়ায় জোড়ায় অথবা দল বেঁধে টেলিগ্রাফ, টেলিফোনের তার, খুঁটি ইত্যাদির উপর বসে থাকতে দেখা যায়। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারেও বিস্তৃত; Blue-tailed Bee-eater (Merops philippinus)- বুলবুল পাখির আকারের। চোখের পাশে কালো দাগ আছে, গলা ও বুক গাঢ় বাদামি; পেটের তলা ও লেজ নীল রঙের। স্ত্রী ও পুরুষ দেখতে একই রকম। খোলা জায়গায় এবং বিল, ঝিল ইত্যাদির আশেপাশে ঝাঁক বেঁধে বাস করে। ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও মায়ানমারেও এদের দেখা যায়; স্থানীয় নাম বড় সুইচোরা/পাহাড়ি সুইচোরা (Blue-bearded Bee-eater, Nzctzornis athertoni)- দেশের অন্যান্য সুইচোরাদের চেয়ে আকারে বড়; প্রায় কবুতর আকৃতির, তবে দেহ অনেকটা হালকা প্রকৃতির। ঠোঁট কালো। কপাল সবুজ। গলার মাঝখানের এবং বুকের উপর দিকের পালক হালকা নীল রঙের। ডাকার সময় পালকগুলি স্পষ্ট দাড়ির মতো দেখায়। দেহের অঙ্কীয়ভাগ ব্যাপক সবুজ আভাবিশিষ্ট। লেজ বেশ লম্বা চওড়া, কেন্দ্রীয় বর্ধিত পালক নেই। বনভূমির ধারে-কাছে গাছগাছড়ার মধ্যে এরা বাস করে। নানা ধরনের কীটপতঙ্গ ছাড়াও মাঝে মধ্যে ফুলের নির্যাস খায়। দেশের মিশ্র চিরসবুজ বনাঞ্চলে বিস্তৃত। এ প্রজাতি শ্রীলঙ্কা এবং ভারতেও রয়েছে।

■ সংগ্রহেঃ মোঃ মামুনুর রশীদ
দিনাজপুর জেলা সংবাদদাতা

জীবনে খারাপ সময়ে ভেঙে না পড়ে ১০টি কথা মনে রাখুন

সাফল্য অর্জনের দুর্গম পথ পাড়ি দেওয়ার সময় আমরা এমন অবস্থার সম্মুখীনও হই যখন আমাদের সাথে সব কিছু খারাপ হয়। অবস্থাটা খানিকটা এমন "অভাগা যেদিকে চায় সাগর শুকিয়ে যায়!" আর জীবনের এই কঠিন সময়টাতে আপনি যদি নিজেকে সামলে রাখতে না পারেন তাহলে এই অবস্থার মধ্য থেকে কখনোই বের হয়ে আসতে পারবেন না।

তাই আজ আপনাদের বলবো আপনার সাথে যখন সব কিছু খারাপ আর ভুল হয় তখন যে বিষয়গুলো সব সময় মনে রাখবেন।

১. জীবনে সবকিছু সাময়িক

বৃষ্টি ঝরতে তো সবাই দেখেছেন। কখনো কি এমনটা দেখেছেন আজীবনের জন্য বৃষ্টি ঝরা শুরু হয়েছে? ঠিক একইভাবে জীবনে কোনকিছুই দীর্ঘস্থায়ী হয়না। তাই আপনার জীবনের খারাপ সময়গুলোতে দিশেহারা হবেন না। বিশ্বাস করুন যে এই সময়ের শেষও আছে।

২. দুশ্চিন্তা ও দোষারোপ কোনটাই কিছু বদলাতে পারেনা

এমন অনেকেই আছেন যে তাদের সাথে খারাপ কিছু ঘটলেই তারা ঠিক কাউকে বা নিজেকে দোষারোপ করবে। কিংবা দুশ্চিন্তা করে খারাপ সময় আরও খারাপ করে তুলবে। কথা হচ্ছে আপনি একটি বারও কি ভেবে দেখেছেন আপনার এই আচরণ আপনার সমস্যা সমাধানে কতটুকু সাহায্য করেছে? তাই আর দোষারোপ বা দুশ্চিন্তা নয় বরং এই অবস্থায় নিজেকে সামলে রাখুন।

৩. কিছু জিনিস ঠিকই সঠিক হচ্ছে

অন্ধকারের শেষে যেমন আলো লুকায়িত থাকে একইভাবে আপনার খারাপ সময়গুলোর পেছনে নিশ্চয় সঠিক কিছু ঘটছে। এখানে আপনাকে শুধু একটু আপনার সহ্যশক্তি বাড়াতে হবে। আর তাই এমন সময়ে শুধুমাত্র খারাপ জিনিসের প্রতি লক্ষ্য না করে দেখুন কি ভালো ঘটছে আপনার জন্য সেটা সামান্য পরিমাণই হোক না কেন।

৪. আপনি এটা সামলাতে পারেন

সময় যত খারাপই হোক না কেন আপনি সব সময় এটি বিশ্বাস করুণ যে আপনি এটা সামলাতে পারেন। জীবন আপনার আর সমস্যাও আপনার তাই সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার উপায়ও আপনাকেই জানতে হবে। তাই নিজের প্রতি বিশ্বাস কখনো হারাবেন না।

৫. আপনার নিজের প্রতি যত্নবান হতে হবে

যখন সবকিছু আপনার সাথে খারাপ হয় তখন নিজের প্রতি যত্নবান হন। কেননা এই খারাপ সময়ের সবটা আপনাকেই অতিক্রম করতে হবে। আর নিজেই যদি ঠিক না থাকেন তাহলে এই সময় শেষ হওয়ার আগেই হয়তো আপনি নিজেই শেষ হয়ে যাবেন। তাই ঠিক মতো খাওয়া দাওয়া করার পাশাপাশি বিশ্রাম করুণ ও আপনার প্রিয় মানুষগুলোর সাথে সময় অতিবাহিত করুণ।

৬. আবেগ ধরে রাখবেন না

বিশেষ করে পুরুষদের মধ্যে নিজের আবেগ লুকানোর প্রবণতাটা বেশি দেখা যায়। যত কষ্টই আসুক তা তারা নিজের মধ্যেই চেপে রাখেন। এর ফল হয় মারাত্মক। মানসিক অসুস্থতা থেকে শুরু করে আত্মহত্যা পর্যন্ত গড়ায় এর পরিণতি। তাই কঠিন সময়গুলোতে নিজের আবেগ চেপে রাখবেন না। পরিবার বা কাছের বন্ধুদের সাহায্য নিন। সময় বয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠবেন আপনি।

৭. খারাপ সময়কে মেনে নিন, এগিয়ে চলুন সামনে

মানুষের জীবনে ভাল এবং খারাপ দু'রকম সময়ই আসে। তাই ভালর পাশাপাশি খারাপকেও মেনে নিতে শিখুন। ভেঙ্গে না পড়ে সামনে এগিয়ে যান। যত তাড়াতাড়ি আপনি নিজের খারাপ সময়টিকে মেনে নিতে পারবেন, তা থেকে মুক্তি পাওয়া ততই সহজ হবে।

৮. ইতিবাচক চিন্তা করুন

ইতিবাচক চিন্তা জীবনের দুঃসময় পার করার অন্যতম হাতিয়ার। কখনোই আশা হারাবেন না। চাকরি চলে গেলে নিজেকে বোঝান নিশ্চয় এর চেয়ে ভাল চাকরি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে, প্রিয়জন ছেড়ে চলে গেলে নিজেকে জানান, আপনার জন্য আসলেই উপযুক্ত এমন কারো দিকে এক পা এগিয়ে গেছেন।

৯. ভুলগুলো নিয়ে না ভেবে সঠিক পরিকল্পনা করুন

আপনি কি হারিয়েছেন, কেন হারিয়েছেন, সেসব থাকলে কত ভালো হত এসব চিন্তা না করে ভবিষ্যতে আপনার কি কি অর্জন করার সম্ভাবনা আছে তা ভাবুন এবং সে অনুযায়ী নিজে তৈরি করুন। যা হারিয়েছেন তার জন্য অভিযোগ না করে পুনরায় ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করুন।

১০. শিক্ষা নিন কঠিন সময়গুলো থেকে

জীবনের কঠিন মুহূর্তগুলো থেকে শিক্ষা নিন। চাকরি হারানো, আর্থিক সমস্যা, শারীরিক অসুস্থতার সময়গুলোতেই বোঝা যায় আসলেই কে আপনার আপনজন আর কে আপনার সাথে এতদিন অভিনয় করছিলো। এ শিক্ষা আপনাকে আজীবন সঠিক পথে চলতে সাহায্য করবে। তাই জীবনের কঠিন সময়গুলোকে অভিশাপ নয় বরং আশীর্বাদ হিসেবে দেখুন।

কথায় আছে "যে সহে সে রহে।" জীবনের এক একটি খারাপ সময়কে আপনার জীবনের সাফল্যর একেকটা সিঁড়ি ভাবুন। দেখবেন আপনি খুব সহজেই খারাপ সময় পার করে দিতে পারবেন।

(সংগৃহীত)
মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফা
পরিচালক (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য)
বাংলাদেশ স্কাউটস

আনিসা: একজন অদম্য মেধাবী কিশোরী

মানুষ তার স্বপ্নের সমান বড়। প্রচুর ইচ্ছা শক্তির দ্বারাই মানুষ পারে যেকোনো অসাধ্যকে সাধন করতে। সামাজিক অবস্থান, দারিদ্রতা, সীমাবদ্ধতা আর সবচেয়ে বড় শারীরিক প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন এক কিশোরী প্রমাণ করে দিচ্ছে ইচ্ছের শক্তি অনেক বেশি।

এই অদম্য, মেধাবী, স্বপ্নবাজ কিশোরীর নাম আনিসা সরকার (০৯)। সাভারে অবস্থিত পক্ষাঘাতগ্রস্তদের পুর্নবাসন কেন্দ্র (সি আর পি) পরিচালিত উইলিয়াম মেরী টেনলর স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির শিক্ষার্থী এবং একই প্রতিষ্ঠানের কাব স্কাউট দলের সদস্য।

যখন তার বয়স পাঁচ বছর তখন ছোট্ট আনিসা তাদের তিন তলার বাড়ির ছাদে খেলতে গিয়ে ১১০০০ ভোল্টের বৈদ্যুতিক তারের সংস্পর্শে বিদ্যুতায়িত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। গুরুতর আহত আনিসার জীবন বাঁচাতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের চিকিৎসকদের পরামর্শে শরীর থেকে কেটে ফেলতে হয় তার দুটি হাত। সেই দূর্দিনে তার জীবনের অন্ধকার দূর করতে আলোকবর্তিকা হাতে পাশে এসে দাঁড়ায় সি আর পি। তখন থেকেই সি আর পি তে অবস্থান করে সেখানকার শিক্ষকদের সহায়তায় সে আয়ত্ত্ব করেছে পা দিয়ে লেখা ও ছবি আঁকার বিশেষ কৌশল। দক্ষতা অর্জন করেছে গান কবিতা, আবৃত্তি, অভিনয়সহ সহ-পাঠ্যক্রমিক বিভিন্ন বিষয়ে। প্রচন্ড ইচ্ছা শক্তি ও দৃঢ়তার সঙ্গে ছবি আঁকার বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় অংশ নিয়ে সাফল্য অর্জন করেছে এই কিশোরী।

শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন মেমোরিয়াল ট্রাস্ট কর্তৃক আয়োজিত চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে সবাই কে পেছনে ফেলে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। এছাড়াও স্থানীয়, আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগীতামূলক নানান আয়োজন এ অংশগ্রহণ করে সাফল্য অর্জন করে চলেছে প্রতিনিয়ত। আনিসার স্বপ্ন একদিন সে ছবি এঁকে করবে বিশ্বজয়। সমাজের বোঝা হয়ে নয় বরং দক্ষতা সম্পন্ন, যোগ্য ও প্রকৃত মানুষ হয়ে সমাজে বেড়ে উঠবার লক্ষে কারো করুনা নয়, সবার দোয়া ও সহযোগিতা প্রার্থনা করে আনিসা সরকার।

আনিসাদের পরিবারে নেই আর্থিক স্বচ্ছলতা, না আছে পরিবারে কোন শিক্ষিত সদস্য কিন্তু সে স্বপ্ন দেখে উচ্চ শিক্ষা লাভের। গার্মেন্টস কর্মী বাবা ও গৃহিনী মায়ের সুদিনের প্রত্যাশী এই মেয়েটি সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে এগিয়ে যাক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের দিকে সেই প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

■ লেখক: আতিক মাহমুদ
রোভার মেট
ঢাকা জেলা নৌ রোভার স্কাউটস
বা নৌ জা হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস।

জোকস

১. বিজ্ঞান শিক্ষক ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ দেখলেন তার ছাত্র মন্টু ঘুমাচ্ছে।
শিক্ষক: মন্টু ক্লাসে ঘুমাচ্ছিস? সাহস তো কম নয়!
ধরমর করে লাফিয়ে উঠে মন্টু
মন্টু: স্যার ঘুমাই নাই তো।
শিক্ষক রাগত কণ্ঠে: বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমুচ্ছিলি না তুই?
মন্টু: স্যার কী যে বলেন! আপনে মধ্যাকর্ষণ শক্তি নিয়া পড়াইতেছিলেন তো, তাই একটু প্রাকটিক্যাল করছিলাম আরকি। আপনি ঠিকই বলছেন স্যার।
শিক্ষক: মানে?
মন্টু: স্যার, মাথার ভার ছেড়ে দিতেই ঘাড়সহ তা নিচে নেমে যাচ্ছিল, মানে মধ্যাকর্ষণের টানে বেঞ্চে মাথা!
শিক্ষক: হায়! খোদা আমি কোথায় এলাম!

২. গোপালের তখন বয়স হয়েছে। চোখে ভালো দেখতে পারে না। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, কী গোপাল, গতকাল আসনি কেন? আজ্ঞে চোখে সমস্যা হয়েছে। সবকিছু দুটো দেখি। কাল এসেছিলাম। এসে দেখি দুটো দরবার। কোনটায় ঢুকব, ভাবতে ভাবতেই। তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বললেন, এ তো তোমার জন্য ভালোই হলো। তুমি বড়লোক হয়ে গেলে। আগে দেখতে তোমার একটা বলদ, এখন দেখবে দুটো বলদ। ঠিকই বলেছেন মহারাজ। আগে দেখতাম আপনার দুটো পা, এখন দেখছি চারটা পা ঠিক আমার বলদের মতোই

৩. এক দিন গোপাল ও মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রসহ সভা সদের লোকেরা বসে আখ

খাচ্ছিলেন। মহারাজ আখ খেয়ে সব ছোবড়া গোপাল এর সামনে জড়ো করছিলেন। তার দেখা দেখি সভাসদের সবাই গোপালের সামনে ছোবড়া জড়ো করছিলেন। তখন এক সময় গোপালের সামনে দেখতে দেখতে এক ঝুড়ি ছোবড়া জমা হলো।
তখন মহারাজ বললেন কি হে গোপাল, খিদে কি অনেক পেল নাকি? তা না হলে ৫ আঁটি আখ খেলে কিভাবে? বলি পেটুক হলে নাকি?
তখন গোপাল ভাঁড় বললেন আমি তো আখ খেয়েছি এবং ছোবড়া ফেলেছি। কিন্তু আপনারা যে আখ খেয়েছেন সাথে ছোবড়াও খেয়ে ফেলেছেন। না হলে ছোবড়া গেলো কই? তাই বলুন কে বেশি পেটুক।

৪. হোজ্জা একটা স্টল খুলে ওখানে নোটিশ টাঙিয়ে দিলেন।
'যেকোনো বিষয়ে দুই প্রশ্নের জবাবের বিনিময়ে পাঁচ পাউন্ড।'
একজন পথচারী হন্তদন্ত হয়ে তাঁর কাছে এসে টাকাটা হাতে দিয়ে বলল, 'দুটো প্রশ্নের জন্য পাঁচ পাউন্ড, একটু বেশি নয় কি?'
'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন', হোজ্জা বললেন, 'এর পরের প্রশ্ন?'

ধাঁধাঁ

জিনিসটা একেবারেই তোমার অথচ ব্যবহার করে অন্যে, বারবার?

গত সংখ্যার ধাঁধাঁর উত্তর-৯০০

(লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত ৫ জন সঠিক উত্তরদাতার নাম পরবর্তী সংখ্যায় ছাপানো হবে)

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা:

bsagrodoot@gmail.com, j.m.kamruzzaman@gmail.com

অগ্রদূত ফেব্রুয়ারি'১৯ সংখ্যার ধাঁধাঁর সঠিক উত্তরদাতাদের মধ্য থেকে লটারির মাধ্যমে বিজয়ী ৫জনের নাম নিচে দেয়া হল:

১. আবু হাসনাত
রংপুর আইডিয়াল ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি রোভার স্কাউট গ্রুপ, রংপুর

২. মো: আব্দুল্লাহ আল জাবেদ
সদয় মুক্ত রোভার স্কাউট গ্রুপ, নোয়াখালি

৩. সাজ্জাদ অনন্ত
আদর্শ ডিগ্রী (অনার্স) কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপ, মুন্সীগঞ্জ

৪। নাজমুল কায়েস সিয়াম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

৫। হারুন অর রশিদ (এহেসান)
দিনাজপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রোভার স্কাউট গ্রুপ, দিনাজপুর

(পাঠক আপনিও চমৎকার কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ কিন্তু পাঠাতে পারেন আমাদের ঠিকানায়। ছাপানোর উপযোগী কৌতুক কিংবা ধাঁধাঁ আপনার নামেই ছাপা হবে এই পৃষ্ঠায়।)

ভূতের রাস্তায় অভিযান

(পূর্ববর্তী প্রকাশের পর)

আমি তাড়াতাড়ি ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে পড়ি। কিছু দূরে দেখি একটা সুরঙ্গ হয়ে গেল। দুটি লোক দুটি বাঙকরে কি যেন উপরে উঠিয়ে আনছে। লোক দুটো বাক্স দুটো নিয়ে কিছু সামনে যেয়ে একজন একটা বাক্স নামায় এর কিছু সামনে যেয়ে লোকটা কিছু লতাপাতা খুলে দুটো সরিয়ে একটা লোহার ঢাকনা বের করল এবং তা খুলে দুটো ফেলাতে আরেকটি সুরঙ্গ হয়ে গেল। লোক দুটো তাদের বাক্স নিয়ে ওই সুরঙ্গে নেমে পরে। ওদিকে ওদের বেখেয়ালে দুটো ছোট মূর্তি তাঁদের বাঙথেকে পরে যায়। যেই তারা সুরঙ্গ এর মধ্যে নামে তখনই আমি যেয়ে মূর্তি দুটো নিয়ে আসি। কিছুক্ষণ পরে লোক দুটো আবার উপরে উঠে আসে এবং তারা কি যেন খুজতে থাকে। আমার আর বুঝতে বাকী রইল না যে তারা মূর্তি খুজছে। একজন হঠাৎ বলে উঠল কালাম! নাকি কেউ এখানে এসেছে। কথাটা শোনে আমার জীবনের প্রদীপটা নিভু নিভু করছিল। ঠিক তখনই পাশের লোকটি বলে উঠলোতোর নাম আবুল রাইখা তোর বাপ মা খুব ভাল কাজ করেছে। তুই যে আবুল হবি এটা মনে হয় তোর বাপ মা ভালো কইরা বুঝতে পারছিল। আরে শোন আগেকার বীর পুরুষেরাও ভূতকে ভয় পেত। আর এখানকার বীরপুরুষ যারা তারাতো আগেকার কাপুরুষদের সমান। আর এখানে লোক আসবে, তাদের কি ভূতে পাইছে। কারণ সবাই জানে এইটা হল ভূতের আখড়া। এই পথতো মানুষ ভুলেও মাড়াবেনা। আবুল বলে তাহলে মূর্তিগুলো গেল কোথায়? কালাম বলে মনে হয় ভিতরে রয়ে গেছে। আয় খুজে দেখি। আবুল বলে ঠিক আছে। যেই তারা সুরঙ্গ এর ভিতর ঢুকে সেই আমি দৌড় দিয়ে এসে পড়ি। এমন সময় এক দোকানদার বলে এই ছেলে এই রাস্তায় গিয়েছিলে নাকি? আমি বললাম হ্যাঁ গিয়েছিলাম তবে হঠাৎ ভূতের কথা মনে হওয়াতে দৌড়ে চলে আসি। দোকানদার বলল ভালো করেছ। এই পথটা আসলেই ভূতের বাড়ির পথ। এই পথে যে জীবিত গেছে ফিরে এসেছে লাশ হয়ে। এমন সময় সুমন কাকা আসে, বলে:- কিরে সোহাগ তুই এখানে এসে গল্প করছিস? আর আমি তোকে খুজে হয়রান। আমার সাথে আয় তোর মা খুব চিন্তা করছে। সেদিন আমি বুঝতে পারি যে এপথ ভূতের নয়, শয়তান মানুষের পথ। কিন্তু আকাশ ভাইয়া তারা মূর্তি দিয়ে কি করে? তখন আকাশ বলে তারা মনে হচ্ছে বিভিন্ন দেশে মূর্তি পাচার করে। মনে হয় প্রথম সুরঙ্গে তারা মূর্তি এনে জমা করে। আর দ্বিতীয় সুরঙ্গ দিয়ে মূর্তি পাচার করে বিভিন্ন দেশে। হয়তো দ্বিতীয় সুরঙ্গ দিয়ে কোন নির্জন জায়গায় যাওয়া যায়। যেখানে মানুষের চোখে না পড়ে। তারপর সাধারণ অবস্থায় চলাচল করে যাতে কেউ সন্দেহ না করে।

: এই মূর্তিগুলো কি দাম যে এর জন্য তারা এত কষ্ট করছে? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে সোহাগ।যদি এগুলো কষ্টি পাথরের হয় তাহলে এই দুটি মূর্তির দাম প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা। উত্তর করল আকাশ।

: আচ্ছা আকাশ ভাইয়া তারা এত মূর্তি পায় কোথায়?

: এই প্রশ্নে আকাশ বলে সেটাতো চিন্তার কথা। তবে আমার মনে হয় তারা এসব মূর্তি এই শাল বনেই পায়।

: আচ্ছা আকাশ ভাইয়া আমি যে লোক দুটোকে দেখেছি আমার মনে হয় না যে তারা এসব মূর্তি উঠাচ্ছে। তাচ্ছিল্য করে বলে সোহাগ।

: তারা এসব উঠাতে যাবে কেন? তাদের কাজ শুধু এ সুরঙ্গ পাহাড়া দেওয়া। আমার মনে হয় এসব উঠাতে কোন প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানী কাজ করছে। বলল আকাশ।

:প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানী কি? প্রশ্ন করে সোহাগ।

: সোহাগের প্রশ্নে আকাশের ছোট মামা বলে যারা মাটি পরীক্ষা করে অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করে। আবার প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা একটা যন্ত্র আবিস্কার করেছে যা ধারা মাটির নিচে কি আছে তা সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। হয়তোবা তা দিয়েই তারা এসব মূর্তি উঠাচ্ছে। (এমন সময় জোহরের নামাযের আযান দেয়) আকাশ বলে -চল মামা গোসল করে নামায পড়ে আসি। সোহাগ আস। তারা গোসল করে নামায পড়ে আবার একসাথে মিলিত হয়।

: আচ্ছা সোহাগ, ওই মাজারের ওখানে থাকার কোন জায়গা বা হোটেল আছে? প্রশ্ন করে আকাশ।

:না ভাইয়া, তবে ওই মাজারে প্রতিদিন সারারাত্র জিকির হয়। উত্তর দেয় সোহাগ।

(এমন সময় দুপুরের খাবার খেতে ডাকলো সোহাগের মা । ওই দিন আর এ বিষয় নিয়ে তেমন কোন কথা হয়নি)

পরের দিন সকাল বেলা আকাশ আর তার মামা বসেছিল। এমন সময় সোহাগ চা নাস্তা নিয়ে আসে।

আকাশ বলে: সোহাগ আজ মাজারে যাব।

: কোন মাজারে? প্রশ্ন করে সোহাগ।

: কেন তোমার শয়তান মানুষের পথ যেই মাজারের কাছে সেই মাজারে। উত্তর দেয় আকাশ।

: কখন যাবে? প্রশ্ন করে সোহাগ।

:যাব দুপুরের দিকে।

সেদিন তারা দুইটার দিকে রওনা দেয়। বাড়িতে বলে যায় যে, তারা মামার এক বন্ধুর বাসায় যাচ্ছে। আজ ওই খানেই থাকবে। তিনটার দিকে তারা সেখানে পৌঁছায়। তারা তিনজন মিলে মাজার জিয়ারত করে।

আকাশের ছোট মামা মাজারের খাদেমকে প্রশ্ন করে আচ্ছা চাচা শুনলাম ওই রাস্তাটা ভূতের রাস্তা। আসলে কি এটা দিয়ে ভূত আসা যাওয়া করে?

খাদেম উত্তরে বলে-জানিনা বাপু তবে এই রাস্তায় কেউ জীবিত গেলে মৃত লাশ হয়ে ফিরে আসে। তাই এই রাস্তাকে আমরা ভূতের রাস্তা বলি।

: আচ্ছা চাচা এ পর্যন্ত এই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার কারণে মারা গেছে আনুমানিক কতজন হবে? প্রশ্ন করে আকাশ।

: এই হবে এক দেরশ। উত্তর দেয় খাদেম।

: আচ্ছা চাচা এই মাজার এইখানে হয় কবে? প্রশ্ন করে আজাদ।

: তাতো ভাই বলতে পারিনা। তবে আমার দাদা ও এই মাজারের খাদেম ছিলেন। উত্তর দেন খাদেম।

: তখনও কি এই রাস্তাটা ভূতের রাস্তা ছিল? প্রশ্নকরে আকাশের মামা।

: না তবে আমরা ওই রাস্তায় বেশি যেতাম না। কারণ ওই পাশটা জঙ্গলটা খুব বেশি। তবে হ্যা একজন লোক সবচেয়ে বেশি যেত ওই রাস্তায়।

: কে সে?প্রশ্ন করে আকাশ।

: আমার আপন জেঠাতো ভাই। তবে সে মারা গেছে বছর দশ আগে। উত্তর দেয় খাদেম।

: তার ছেলে মেয়ে নাই? প্রশ্ন করে আকাশের মামা।

: আছে এক ছেলে। তবে সে এখানে থাকেনা, থাকে ঢাকা। শুনেছি সে এক বড় বিজ্ঞানী হয়েছে।

:কি বিজ্ঞানী?কথা শেষ হওয়ার আগে প্রশ্ন করে আকাশ।

:কি জানি বাপু, পত্ত না তত্ত্ব বিজ্ঞানী বলল মনে নাই। তবে মাঝে মধ্যে মাজার জিয়ারত করতে আসে। মাজারে অর্থও দান করে।

: আচ্ছা চাচা, আপনার ভাইপোকি ওই রাস্তা দিয়ে যেত? প্রশ্ন করে আকাশ।

: একা যেতনা। ওর বাবার সাথে দিনে কম হলেও দুই বার যেত। আমরা বলতাম বাপ ছেলের বানানো রাস্তা। আসলে ওরাই কিন্তু এই রাস্তা তৈরি করে।

: আচ্ছা চাচা লোকটার নাম কি? প্রশ্ন আজাদের

: সেলিম চৌধুরী। উত্তর দেয় খাদেম।

: ড. মো. সেলিম চৌধুরী। বিস্ময় ভরা কণ্ঠে বলে আজাদ।

:হ্যা উত্তর খাদেমের

এমন সময় আসরের আযান দেয়। খাদেম বলে আসেন ভাই নামাযটা সেরে নেই। ঠিক আছে বলে তারাও নামায পরে।

তাদের কিন্তু আর বুঝতে বাকী রইল না যে সেলিম চৌধুরী মূল শয়তান। কারণ তিনিই এই যন্ত্র আবিস্কার করেছে। যার দ্বারা মাটির উপর থেকে মাটি নিচের সব দেখা যাবে।

নামায শেষে তারা তিনজন একসাথে বসে।

: আচ্ছা মামা আমরা তো বুঝতেই পারছি যে সেলিম চৌধুরী মূল শয়তান। তাহলে আমরা তাকে ধরিয়ে দেই। বলে সোহাগ।

: আরে না। তাকে ধরিয়ে দিতে হলে প্রমান লাগবে। এম একজন বিজ্ঞানীকে পুলিশ প্রমান ছাড়া ধরবে কেন? উত্তর দেয় আকাশ।

: আমরা এখন কি করব?প্রশ্ন করে সোহাগ।

: আমরা এখন সবার আড়াল দিয়ে ওই রাস্তায় নেমে পড়ব। কারণ সবার সামনে নামলে ধরা পড়ে যাব। ওকে সবাই রেডি?বলে ওঠে আকাশ। আকাশের মামা ও সোহাগ আর্মিদের মত বলে ইয়েস স্যার।

তারা তিন জন যখন রাস্তায় নামে, তখন সূর্য প্রায় ডুবুডুবু অবস্থা। পাঁচ মিনিট হাটার পর তারা গন্তব্যে পৌছাল। ওরা নিজেদের আড়াল করারজন্য একটা ঝোপের আড়ালে লুকায়। যেই মাগরিবের আযান দেয় ঠিকতখন সুরঙ্গের দরজা দুটো খুলে গেল। একপাশ দিয়ে চারজন লোক আর দ্বিতীয় সুরঙ্গ দিয়ে দুজন লোক বের হয়। আজাদ বলে দ্বিতীয় সুরঙ্গ দিয়ে কোটপড়া যে লোকটা বেরহল সে হল সেলিম চৌধুরী।

:এখন চুপ থাকত। রাগের সাথে বলে আকাশ।

প্রথম সুরঙ্গ দিয়ে যে চারজন ওঠে তারাতারি সেলিম চৌধুরীর কাছে যেয়ে সালাম দেয়।

১ম ব্যাক্তি : স্যার আসতে কোন সমস্যা হয়নি তো।

সেলিম : না। আবুলকে যে দেখছিনা। আর এই ছেলেটা কে?

১ম ব্যাক্তি: আবুল দুটিমুর্তি চুরি করে ছিল কিন্তু শিকার আসে নি। তাই স্যার অজ্ঞান করে রক্তগুলো বের করে মেরে ফেলি। আর ওর নাম রাজীব। গতকাল এসেছে।

সেলিম: ভাল। কেউ তেরিগরি করব, সোজা অজ্ঞান করে রক্ত শেষ করে মেরে ফেলবি। কিন্তু অন্যান্য শয়তানদের দেখ দেখি গুলি করে লাভকি। আচ্ছা, কাজের কথায় আসা যাক- আজতো যাব পূর্ব দিকে। ম্যানেজার মেশিন। (মেনেজার গোছের লোকটি একটি মেশিন বের করে বেগ থেকে)

দুজন লোককে মানে কালাম আর রাজীবকে রেখে বাকী চারজন চলে যায় হয়তো মূর্তির সন্ধানে।

কালামকে রাজীব প্রশ্ন করে-

রাজীব: আচ্ছা কালাম আবুল কে?

কালাম: আরে সে এক বলদ। তোর আগে ও আমার সাথে কাজ করত। একদিন মূর্তি চালান দিচ্ছিলাম কিন্তু যেই চালানের জন্য বের করলাম। দেখি দুটো মূর্তি নাই। অনেক খোজার পরেও যখন পাচ্ছিলাম না তখন আবুলকে সন্দেহ করি। কারণ আবুল সুন্দর মূর্তি পেলে চালান দিতে দিতনা। আর ওই দিনের মূর্তিগুলো ছিল খুব সুন্দর। কিন্তু সেদিন সে যে নিয়েছে তা শিকার করেনি। তাই তাকে মেরে ফেলা হয়েছে।

রাজীব: আচ্ছা কোট টাই পড়া লোকটি কে? আর তারা গেল কোথায়?

কালাম: আরে ওনিইতো আমাদের বস। তিনি দুই মাস পর পর আসেন। ওনার হাতে যে মেশিনটা দেখছ ওটা ওনারই আবিস্কার। ওনার বাবা আবিস্কার করে সুরঙ্গ আর ওনি যন্ত্র।

■ লেখক: জে,এম,কামরুজ্জামান
(সিনিয়র রোভার মেট, মুন্সীগঞ্জ ওপেন রোভার স্কাউট গ্রুপ)

মোবাইল ফোনের ইতিবৃত্ত

মোবাইল ফোন ছাড়া এখন একটি মুহূর্ত ভাবা যায় না। কিন্তু ২০ বছর আগেও এর অস্তিত্ব ছিল না। গত দুই দশকে যেভাবে এর উত্থান ঘটেছে অন্য কোনো উদ্ভাবন এত বিকশিত হয়নি।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জেগেছে মোবাইল ফোন কবে, কখন আবিষ্কৃত হয়েছে? এর উত্তর খুঁজতে হলে ১৯০৮ সালে ফিরে যেতে হবে। ওই বছর যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানটাকি ওয়্যারলেস টেলিফোনের জন্য একটি প্যাটেন্ট ইস্যু করা হয়। ভাবা হয়, তখনই সর্বপ্রথম মোবাইল ফোনের চিন্তা কারো মাথায় আসে। কিন্তু ওয়্যারলেস টেলিফোনের ওই প্যাটেন্ট আলোর মুখ দেখেনি। এরপর কেটেছে তিন যুগ। ১৯০৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের টেলিকম কোম্পানি এটি অ্যান্ড টি মোবাইল ফোনের জন্য একটি বেজ স্টেশন তৈরি করতে সক্ষম হয়।

শুরুর দিকে মোবাইল বলতে ছিল একটি টু ওয়ে রেডিও বা ওয়াকিটকি। যেটা দিয়ে কেবলমাত্র আপৎকালীন জরুরি কাজ যেমন দমকলকর্মী, পুলিশের শরণাপন্ন হওয়া কিংবা অ্যাম্বুলেন্স ডাকার কাজে ব্যবহৃত হতো। এভাবে কেটেছে কয়েক বছর।

প্রথম বাণিজ্যিক ফোন

১৯৭৩ সালের ৩ এপ্রিল মটোরোলা সবার আগে বাণিজ্যিকভাবে মোবাইল ফোন উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। সেটি ছিল দুনিয়ার ওয়ান জি মোবাইল ফোন বা জিরো জেনারেশন মোবাইল ফোন। বর্তমানে সারা বিশ্বে ফোর জি ও থ্রি জির নেটওয়ার্ক বিস্তৃত। চালু হয়েছে ফাইভ জি।

বলা হয়ে থাকে, মটোরোলার হাত ধরেই পৃথিবীতে মোবাইল ফোনের উদ্ভব। এটি তৈরির কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন মটোরোলার মহাব্যবস্থাপক মার্টিন কুপার।

প্রতিষ্ঠানটির উদ্ভাবিত প্রথম মোবাইল ফোনটির ওজন ছিল ১.১ কিলোগ্রাম। মোবাইল ফোনের প্রথম বাণিজ্যিক সংস্করণ বাজারে আসে ১৯৮৩ সালে, ফোনটির নাম ছিল মটোরোলা ডায়না টিএসি এইট জিরো জিরো জিরো এক্স।

এরপর ১৯৮২ সালে ইউরোপের ১১টি দেশের প্রকৌশলী এবং প্রশাসকরা সুইজারল্যান্ডের স্টকহোমে একত্রিত হন। তারা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করার ব্যাপারে সম্মত হন। এভাবেই মোবাইল ফোনের উত্থান ঘটতে থাকে, যা ছড়িয়ে পড়ে যুক্তরাজ্যেও।

দুই যুগ পরে আসে বাংলাদেশে

১৯৮৭ সালে গঠিত হয় জিএসএম। ১৯৯২ সালে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এসএমএস বা ক্ষুদে বার্তার প্রচলন শুরু হয়। ধীরে ধীরে মোবাইল ফোনে বিস্তার ঘটে এশিয়াতেও। ১৯৯৩ সালে বাণিজ্যিকভাবে পৃথিবীর অনেক দেশেই মোবাইল ফোন নেটওয়ার্ক বিস্তৃত হয়। সে বছরের এপ্রিল মাসে বাংলাদেশে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হয়। হাচিসন বাংলাদেশ টেলিকম লিমিটেড (এইচবিটিএল) ঢাকা শহরে এএমপিএস মোবাইল প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোবাইল ফোন সেবা শুরু করে।

বর্তমানে মোবাইল ফোন কেবলমাত্র যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যমই নয়, এটি এখন বিনোদন, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা এমনকি গবেষণার হাতিয়ারও।

এর মাধ্যমে ইন্টারনেটের যে জাল সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত হয়েছে তাতে সংযুক্ত আছে ৫০০ কোটিরও বেশি মানুষ।

■ অগ্রদূত প্রতিবেদন

রাশিয়ার সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পেলেন মোদি

রাশিয়ার বেসামরিক সম্মাননা পেলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ভারত-রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়ার জন্য ১১ এপ্রিল, ২০১৯ মোদিকে এই সম্মাননা দেওয়া হয়।

সেইন্ট অ্যান্ড্রুর সম্মানে ১৬৯৮ সালে এই সম্মাননা চালু করা হয়। রাশিয়ার ঐতিহ্য ও গৌরবকে তুলে ধরতে বিজ্ঞান, সংস্কৃতি এবং কলাসহ বিভিন্ন বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য এই সম্মাননা দেয় সরকার।

ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার পেলো বাংলাদেশ

তথ্যপ্রযুক্তি খাতে বিশ্বের অন্যতম সম্মানজনক 'ডব্লিউএসআইএস পুরস্কার-২০১৯'- এর ১টি উইনার এবং ৮টি চ্যাম্পিয়নশিপ জিতে নিয়েছে বাংলাদেশ। তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অবদান রাখায় এ পুরস্কার প্রদান করা হয়। এটি আইসিটি ক্ষেত্রে বিশ্বের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার। ৯ এপ্রিল, ২০১৯ ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বারর এবং প্রতিমন্ত্রী জুনায়েদ আহমেদ পলক এ পুরস্কার গ্রহণ করেন।

ওয়ার্ল্ড সামিট অ্যাওয়ার্ড

আলুর নাবি ধসা রোগ প্রতিরোধে কাজ করার জন্য ২০১৮ সালের 'ওয়ার্ল্ড অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছে বাংলাদেশের এমপাওয়ার স্যোশ্যাল। প্রতিষ্ঠানটির জিও পটেটো প্রকল্পের জন্য পরিবেশ ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি বিভাগে সেরা ডিজিটাল সমাধান হিসেবে পর্তুগালের লিসবনে এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ঘন কুয়াশা, তাপমাত্রা কমে যাওয়া বা আর্দ্রতা বেড়ে গেলে আলুগাছে নাবি ধসা বা লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিতে পারে। মড়ক নামেও পরিচিত রোগটির জীবানু ছড়িয়ে পড়ে দ্রুত। সমাধান হলো আলুগাছের পাতায় প্রলেপ তৈরি করা, যাতে জীবানুর সংক্রামণ না ঘটে।

তিন ফটো সাংবাদিককে মরণোত্তর সম্মাননা

তিন প্রয়াত প্রখ্যাত ফটোসাংবাদিক মোশাররফ হোসেন লাল, এস এম মোজাম্মিল হোসেন ও মোহাম্মদ জহিরুল হকের মরণোত্তর সম্মাননা তাঁদের পরিবারের হাতে ১৯ এপ্রিল, ২০১৯ তুলে দিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ। শিল্পকলা একাডেমির সহযোগিতায় বাংলাদেশ ফটো ফর্নালিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজিত দুই দিনব্যাপী আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনীতে তথ্যমন্ত্রী এ সম্মাননা তুলে দেন।

পুলিৎজার পুরস্কার ২০১৯

এ বছরের পুলিৎজার ঘোষণা করা হয়েছে ১৫ এপ্রিল, ২০১৯। ক্যাপিটাল গেজেট ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে এ পুরস্কার পেয়েছেন মিয়ানমারে রয়টার্সের দুই সাংবাদিক। রাখাইনে রোহিঙ্গা গণহত্যার খবর প্রকাশ করে রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা ভঙ্গের দায় মাথায় নিয়ে তাঁরা এখন কারাগারে। এছাড়া নিউইয়র্ক টাইমস ও ওয়াল স্ট্রিট জার্নালও এ বছর পুলিৎজার পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে অবস্থিত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অনুষ্ঠানে পুলিৎজার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিপীড়নের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে ২০১৭ সালে গ্রেপ্তার হন রয়টার্সের দুই সাংবাদিক ওয়া লোন ও কিয়াও সোয়েও।

বিশ্বে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা সূচকে ১৫০তম বাংলাদেশ

ফ্রান্সভিত্তিক সংগঠন রিপোটার্স উইদাউট বর্ডাসের (আরএসএফ)- ২০১৯ সালের সূচক অনুযায়ী- গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বৈশ্বিক সূচকে ১৮০ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫০ তম (৫০.৭৪)। গত বছর অবস্থান ছিল- ১৪৬ তম (৪৮.৫৪)। ৭.৮২ পয়েন্ট নিয়ে এবারও শীর্ষে রয়েছে নরওয়ে।
● দ্বিতীয়- ফিনল্যান্ড ● তৃতীয়- সুইডেন
● চতুর্থ- নেদারল্যান্ড ● পঞ্চম- ডেনমার্কৎ
তালিকায় একেবারে তলানিতে আছে তুর্কমেনিস্তান (১৮০তম)।

ফোর্বসের তরুণ উদ্যোক্তা তালিকায় দুই বাংলাদেশী

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী সাময়িকী ফোর্বস চতুর্থবারের মতো এ বছর- (অনূর্ধ্ব-৩০) ক্যাটাগরিতে এশিয়া অঞ্চলের ৩০০ জনের সকল তরুণ উদ্যোক্তা নিয়ে 'থার্টি আন্ডার থার্টি' নামে তালিকা প্রকাশ করেছে। এতে স্থান পেয়েছে দুই বাংলাদেশি তারা হলেন পাঠাওয়ের সহপ্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস হুসাইন ও কার্টুনিষ্ট আবদুল্লাহ আল মোরশেদ।

জাতিসংঘের প্রতিবেদন

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও), ডব্লিউএফপি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, (২ এপ্রিল, ২০১৯) যৌথভাবে তৃতীয়বারের মতো খাদ্যসংকটের বৈশ্বিক চিত্র পেশ করল জাতিসংঘ প্রতিবেদনে বিশ্বে (গত বছর ২০১৮) চরম খাদ্য সংকটে ভোগা মানুষের সংখ্যা-১১ কোটি ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ২০১৭ সালে ছিল-১২ কোটি ৩০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থান বিরাজ করছে- আফ্রিকায় (৭ কোটি ২০ লাখ)।

টাইমস এর ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব

মার্কিন সাময়িকী টাইমস এর চলতি বছরের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের তালিকায় নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জেসিন্ডা আর্ডেন, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ও মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ ঠাঁই পেয়েছেন। ১৭ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখ প্রকাশ করা এ তালিকা পাঁচটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করা হয়েছে- 'পাইওনিয়ার' 'টাইটান', 'আর্টিষ্ট', 'লিডার' ও 'আইকন'। বিভিন্ন বিভাগে ঠাঁই পেয়েছেন প্রেসিডেন্ট, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, অভিনয় শিল্পী, গায়ক, ব্যাংকার, বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, পরিবেশবাদী ও উদ্যোক্তা থেকে শুরু বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ। * লিডার ক্যাটাগরিতে রয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প, ইমরান খান, জেসিন্ডা আরডেন, বেনজামিন নেতানিয়াহু, শি জিন পিং, পোপ ফ্রান্সিস প্রমুখ। * আর্টিষ্ট ক্যাটাগরিতে ঠাঁই পেয়েছেন জনসন, রেজিনা কিং, ইমিলা ক্লারকি প্রমুখ।* * পাইওনিয়ার ক্যাটাগরিতে রয়েছেন মারলিন জেমস, ক্রিসি টিইজেন প্রমুখ। অন্যদিকে * আইকন ক্যাটাগরিতে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের বিপুল জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী টেইলর সুইফট, লেডি গাগা, সাবেক ফার্ষ্টলেডি মিশেল ওবামা প্রমুখ।* টাইটান ক্যাটাগরিতে রয়েছে মোহাম্মদ সালাহ, মার্ক জাকারবার্গ, টাইগার উডস, মুকেশ আম্বানি প্রমুখ।

■ তথ্য সংগ্রহ: অগ্রদূত ডেস্ক

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

অতিথিগণের সাথে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী স্কাউটগণ

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণের একাংশ

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী একজন স্কাউটকে অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিচ্ছেন

অতিথিগণের সাথে সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী রোভার স্কাউটগণ

সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণের একাংশ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ

প্রধান জাতীয় কমিশনার এর সাথে অংশগ্রহণকারী ও কর্মকর্তাদের একাংশ

সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিগণ

অংশগ্রহণকারীদের গ্রুপ ওয়ার্ক

অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞাসা

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি এর সাথে সিএএলটি কোর্সের প্রশিক্ষকমন্ডলী

৪১তম সিএএলটি কোর্সে সেশন পরিচালনা করছেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ)

ময়মনসিংহ অঞ্চলের ১০ম স্কাউট লিডার বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

বরিশাল অঞ্চলের ৩৮৬তম স্কাউট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

খুলনা অঞ্চলের ২০তম আইসিটি বেসিক কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

কুমিল্লা অঞ্চলের ৩৮৪তম স্কাউট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্সের অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের আগমন

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীরপ্রতীক, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী ও মূল্যায়নকারীদের একাংশ

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন

পিএস ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের মূল্যায়ন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

অ্যাডাল্ট লিডারদের ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারী ও রিসোর্স পার্সন

অ্যাডাল্ট লিডারদের ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপে গ্রুপ আলোচনা

রংপুর জেলা রোভার মেট কোর্স এর অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকমন্ডলী

এআইএস পলিসি সংক্রান্ত বই এর মোড়ক উন্মোচন

অ্যাডাল্ট লিডারদের ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ

সাভার উপজেলার আর্থ আওয়ার পালন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাব ক্যাম্পুরীতে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার গ্রুপের অনুষ্ঠানে মাননীয় উপাচার্যসহ অতিথিবৃন্দ

জাতীয় সদর দপ্তরে আর্থ আওয়ারের আলোচনায় অতিথিবৃন্দ

চট্টগ্রাম অঞ্চলের কাব ক্যাম্পুরীতে বক্তব্য রাখছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের উপদেষ্টা জনাব মোঃ আবদুল করিম

ঢাকা জেলা রোভারের রোভার মুট এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

আর্থ আওয়ার সচেতনতায় মানব বন্ধন

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

পিআরএস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

পিআরএস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত রোভার স্কাউটের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) জনাব মোঃ শাহ কামাল

অতিথিবৃন্দের সাথে বিগত দিনে পিএস অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউটের সদস্যগণ

দীর্ঘদিন রোভার লিডার হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী আরএসএল এর বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

ঢাকা কলেজ রোভার দলের পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিদের একাংশ

ঢাকা কলেজ রোভার দলের পিআরএস অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট অতিথিবৃন্দ

চিত্রে স্কাউটিং কার্যক্রম...

চাপাইনবাবগঞ্জে জেলা পর্যায়ে ওয়ার্কশপ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা রোভারের মাল্টিপারপাস ওয়ার্কশপ

বরিশাল অঞ্চলে ১১৭তম স্কাউট ইউনিট লিডার স্কিল কোর্স

ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের দীক্ষা অনুষ্ঠান

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা সরকারি কলেজ রোভার দলের পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম

বরিশাল অঞ্চলে ৩৮৬তম স্কাউট লিডার অ্যাডভান্সড কোর্স

ঘুরে এলাম পূণ্যভূমি সৌদি আরব.......

স্বপ্ন ছিল নবীজির দেশ মক্কা মদিনা ঘুরে আসবো কিন্তু এভাবে স্বপ্ন পূরণ হবে তা কখনও কল্পনাও করি নি। সৌদি আরব স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের অর্থায়নে বাংলাদেশ স্কাউটস এর একমাত্র প্রতিনিধি হিসেবে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পীস ক্যাম্পে অংশগ্রহণের সুযোগ হয়। ৬ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ রিয়াদে তৃতীয় আন্তর্জাতিক পীস ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্যাম্পে ৩৬টি দেশের একজন করে প্রতিনিধি ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন। সৌদির রোভার স্কাউট, কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবক সহ সর্বমোট সাতশত জন এই ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করেন।

৫ ফেব্রুয়ারি রাতে শুরু হয় যাত্রা। প্রথবারের মতো ভিন্ন একটি দেশে নিজের দেশকে উপস্থাপন করবো বলে মনের উত্তেজনার ঢেউটা টের পাচ্ছিলাম। ৬ ফেব্রুয়ারি রিয়াদ কিং খালেদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছাই। একই সময় অন্য ফ্লাইটে ইথিওপিয়ান রোভার বন্ধু ইয়োহানস মুলার বিমানবন্দরে এসে পৌঁছায়। সেখানে অভ্যর্থনা জানান সৌদি অ্যারবিয়ান স্কাউটস অ্যাসোসিয়েশনের রোভাররা। ছোট এক পরিচয় পর্বের পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হয় হোটেলে। হোটেলে গিয়ে দেখা হয় স্পেন ও মেক্সিকোর রোভার বন্ধুদের সাথে। হোটেলে সকালের নাস্তা করে আমরা রুমে যাই। বিকালে ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে রিয়াদের কিং খালেদ এ রওনা দেই।

ক্যাম্পে প্রবেশ করে নিজ দেশের পতাকা উড়তে দেখে নিজেকে অনেক গর্বিত মনে করি। ক্যাম্পে পৌছালে প্রচন্ড শীত অনুভব করি। সবার মুখে সৌদি আরবের গল্প শুনলে বলতেন গরমের কথা কিন্তু আমি গিয়ে পাই প্রচন্ড শীত তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি। অভ্যর্থনায় আরব সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী অ্যারাবিক কফি ও খেজুর পরিবেশন করে। ক্যাম্পের অভ্যর্থনা ও রেজিস্ট্রেশন শেষ করে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ তাঁবুতে রেখে চলে যাই ক্যাফেটেরিয়ায়। অন্য ক্যাম্পের চেয়ে এই ক্যাম্পের ক্যাফেটেরিয়ায় ছিল অন্য রকম বাহারি ডিজাইন ও বিভিন্ন খাবারের পরিবেশনা। সবাই নিজ পছন্দ অনুযায়ী খাবার সংগ্রহ করে টেবিলে বসে খাবার সম্পন্ন করি।

ক্যাম্পের কার্যক্রম প্রতিদিন শুরু হতো ফজরের নামাজ আদায়ের মধ্যে দিয়ে। সকাল বেলায় ঘুম ভাঙ্গানোর পদ্ধতি ছিল অন্যরকম। সৌদির রোভার বন্ধুরা সকাল বেলায় এসে **ইয়া আল্লাহ হাবিবি সালাত সালাত** বলে মাথায় হাত বুলিয়ে ডাকত। শুনতে অনেক ভালো লাগতো। নামাজ আদায় করে সবাই পরিদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিতাম। পরিদর্শন ও নাস্তা শেষে চলে যেতাম পীস প্রোগ্রামে। ক্যাম্পে চারটি পীস প্রোগ্রামে এনভারমেন্টাল ফোরাম, ইন্টারন্যাশনাল ডে ও ভিন্ন স্থান পরিদর্শনের সুযোগ হয়। পীস প্রোগ্রাম গুলো ছিল ডিসকভার ইউর ট্যালেন্ট, টেকনিক্যাল এন্ড প্রফেশনাল স্কিলস, স্কাউট আর্ট, কমিউনিটি সার্ভিস।

পীস প্রোগ্রাম "ডিসকভার ইউর ট্যালেন্ট" - এ ইলেক্ট্রিক্যাল ও টেকনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনের সমন্বয়ে Fitness, Cam Scanner, My Measures, Duolingo, ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা আমাদের নিজেদের দক্ষতা যাচাই করি। অন্যতম পীস প্রোগ্রাম "টেকনিক্যাল এন্ড প্রফেশনাল স্কিলস," এখানে আমরা মোবাইল ফোন, মোটরযান ও সোলার প্যানেল মেরামতের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করি। প্রশিক্ষণ শেষে নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকি। পীস প্রোগ্রাম "স্কাউটস আর্ট," এখানে স্কাউটিং পদ্ধতিতে ওয়াগল, রিজ ব্যান্ড, ফ্রেন্ডশিপ নট তৈরি করা শিখি। সমাজের জন্য কিছু করতে পারার আনন্দ অনেক। সে আনন্দ উপভোগের সুযোগ হয় পীস প্রোগ্রামে। কমিউনিটি সার্ভিসের মাধ্যমে এখানে আমরা আমাদের ক্যাম্পের চারপাশ পরিষ্কার করি

এবং গাছের চারা রোপন করি।

নিজ দেশের পরিবেশের কথা উপস্থাপন করার অন্যতম স্থান এনভারমেন্টাল ফোরাম - এ ফোরামে বাংলাদেশের পরিবেশের বিষয় উপস্থাপন করি এবং সৌদি আরবের পরিবেশের সাথে বাংলাদেশের পার্থক্য তুলে ধরি। এই ফোরামের মাধ্যমে উঠে আসে পরিবেশ ক্ষতির অন্যতম উপাদান প্লাস্টিক দ্রব্য। প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব তাই প্লাস্টিকের ব্যবহার কমিয়ে এর বিকল্প দ্রব্য ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হয়।

ক্যাম্পে সবচেয়ে আনন্দদায়ক ও স্মরণীয় ইভেন্ট ছিল ইন্টারন্যাশনাল ডে এখানে আনন্দের সাথে দেশীয় পোশাক পাঞ্জাবি, লুঙ্গি পড়ে দেশীয় পোশাক, ঐতিহ্যবাহী খাবার পিঠা পুলি ও মিষ্টির সাথে স্কাউট ব্যাজ ওয়াগল, স্কার্ফ ও বই প্রদর্শনী করি। এই সময় অন্য দেশের রোভার বন্ধুদের সাথে স্কাউট ব্যাজ, ওয়াগল ও স্কার্ফ এক্সচেঞ্জ করি।

কোন দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি জানতে হলে সে দেশের ঐতিহ্যবাহী স্থান গুলো প্রদর্শন করতে হয়। তাই সৌদি আরবের ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানার জন্য ক্যাম্পের অংশ হিসেবে আমি সাকর আল-জাজিরা এভিয়েশন মিউজিয়াম, কিং আব্দুল আজিজ হিস্টোরিক্যাল সেন্টার ও Al Bujairi Heritage Park পরিদর্শন করে। সাকর আল-জাজিরা এভিয়েশন মিউজিয়াম সৌদির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ সামরিক বাহিনীর ব্যবহৃত এভিয়েশনের সমন্বয়ে গঠিত। এখানে স্থান পেয়েছে সৌদি সরকারের জন্য ব্যবহৃত প্রথম যাত্রীবাহি বিমান। কিং আব্দুল আজিজ হিস্টোরিকাল সেন্টার প্রথমে সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক জাদুঘর হিসাবে পরিচিত। এখানে আরব ইতিহাস ও ইসলাম প্রচারের ঐতিহাসিক বিষয় গুলো স্থান পেয়েছে। Al Bujairi Heritage Park এ জেন সবুজের ছোঁয়া। বিশাল মরু ভূমিতে একটু সবুজের ছোঁয়া পেতে হাজারও মানুষ চলে আসে Al Bujairi Heritage পার্কে এটি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম ঘাস ও সৃজনশীলতার সমন্বয়ে গঠিত।

ক্যাম্প শেষ কনফারেন্সে যোগ দিতে চলে আসি হোটেলে, এখানে আসার পর জানতে পারি সবচেয়ে সুখের খবর, সৌদি আরব স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের অর্থায়নে পরেরদিন দুপুরে মক্কায় পাড়ি দিব পবিত্র ওমরা হজ পালনের জন্য। আমার সাথে মক্কার সহযাত্রী হলেন বসনিয়া ও নাইজারের রোভার বন্ধুরা। রাতের ডিনার শেষ করে আমরা মিটিংএ বসি সৌদি স্কাউট অ্যাসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক কমিশনার ডঃ আহমেদ এর সাথে। এ সময় তিনি আমাদেরকে ওমরা হজের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন এবং রিয়াদ টু জেদ্দা প্লেনের টিকিট দেন। একটু পরে সৌদির স্কাউটার রায়াত ফাহাদ এহরামের কাপড় নিয়ে আসেন।

মিটিং শেষে ঘুমানোর জন্য রুমে যাই, ওমরা করব বলে মনের আনন্দে সারা রাত অতিক্রম করি। পরের দিন ভোর পাঁচটায় ঘুম ভেঙ্গে যায়, ঘুম থেকে উঠে গোসল করে ফজরের সালাত আদায় করি। সকাল বেলা নাস্তা করে কনফারেন্সে যোগ দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসি রুমে। মক্কা যাবার প্রস্তুতি নিয়ে হোটেলের লাউঞ্জে অপেক্ষা করি রাহাবার, রায়াত, ফাহাদের জন্য। অপেক্ষার প্রহর বেশি দীর্ঘায়িত হয়নি, একটু পরে তিন রোভার বন্ধু ও স্কাউটার রায়াত, ফাহাদ সহ চার জনের টিমে চলে যাই রিয়াদ এয়ারপোর্টে। এয়ারপোর্টে বোর্ডিং পাস সম্পন্ন করে নামাজের স্থানে এহরামের কাপড় পরিধান করি। যোহরের নামাজ পড়ে **লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক** কণ্ঠে নিয়ে যাত্রা শুরু করি। মাঝপথে রাহাবার, রাহাত, ফাহাদ ওমরা হজের নিয়ত করার জন্য বললে আমরা নিয়ত করি। একটু পরে পৌছে যাই মক্কা নগরীতে। হোটেলে লাগেজ রেখে ছুটে চললাম কাবা ঘরের দিকে। ৫ মিনিট পথ হাঁটতেই মসজিদে হারাম এ এসে পৌছালাম। মসজিদের ভিতরে ঢুকেই চোখের সামনে চলে আসলো কাবা ঘর। যে ঘরটি জন্মের পর থেকে টিভিতে দেখে আসছি আর আজ সেই ঘর আমার সামনে! শরীর আমার কাঁপছে আর দোয়া করছি আল্লাহর দরবারে। একটু পরে আমাদের সাথে মক্কার দুই রোভার বন্ধু ও এক মোয়াল্লেম যোগ দেন। মাগরিবের নামাজ শেষ করে মোয়াল্লেমের নির্দেশ অনুযায়ী কাবা ঘরের হাজরে আসওয়াদ বরাবর থেকে তওয়াফ শুরু করি। নিয়ম অনুযায়ী সাতবার তওয়াফের পর মাকামে ইব্রাহীমের পিছনে ওমরা হজের নিয়তে দুই রাকাত নামাজ পড়ি। এরপর জমজম এর পানি পান করে সাফা মারওয়ায় সাত চক্কর দেই। মাথার চুল কাটানোর মধ্যে দিয়ে ওমরা হজের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করি।

এবার ছুটে চলি রিয়াদের পথে। জেদ্দা এয়ারপোর্টে বসনিয়ার বন্ধুকে বিদায় জানাই, তার দেশে পাড়ি জমাতে। অন্য যে সকল রোভার বন্ধুরা ওমরা করতে আসবে তাদের সহযোগিতা করার জন্য রাহবার, রাহাত, ফাহাদ মক্কায় থেকে যায়। আমি ও নাইজেরিয়ার রোভার বন্ধু রিয়াদে চলে আসি। সকালে নাস্তা করে আবারো যোগদান করি কনফারেন্সে। লাঞ্চের সময়ে কনফারেন্স শেষ হয়। এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয় সৌদি আরবের সকল আনুষ্ঠানিকতা। বিকেলে কেনাকাটা শেষ করে ব্যাগ এন্ড ব্যাগেজ রেডি করে বাস্তব এবং জীবনমুখী শিক্ষা নিয়ে ১৫ দিনের স্বপ্নের এক ভ্রমণ শেষ করে ২০ ফেব্রুয়ারি রাতে রওনা হই বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে। সুস্থভাবে ফিরে আসি নিজ জন্মভূমিতে।

■ লেখক: মোঃ নাজমুল হাছান
সিনিয়র রোভার মেট
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এয়ার রোভার স্কাউট গ্রুপ।
শিক্ষার্থী
বি.এস.সি. ইন ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং
ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

গরমে সুস্থ রাখবে এই চার সবজি

তীব্র গরমে অতিষ্ট হয়ে ওঠার অবস্থা। এমন সময়ে শরীরের প্রতি একটু বাড়তি নজর না দিলে বড় সমস্যায় পড়তে হতে পারে। গরমে সুস্থ্য ও সতেজ থাকতে খাবারের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার বিকল্প নেই। এই গরমে সুস্থ থাকতে হলে পাতে রাখতে হবে কয়েকটি সাধারণ সবজি। যেগুলি গরমে শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

আসুন জেনে নেওয়া যাক এমন চারটি সবজি সম্পর্কে, যেগুলি তীব্র গরমেও আমাদের শরীর সুস্থ রাখতে সাহায্য করে-

শশা

গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে সবচেয়ে সহজলভ্য সবজি হল শশা। শরীর সুস্থ রাখতে শশার চেয়ে ভাল কিছু হতেই পারে না। ফাইবারে ভরপুর শশা খাবার দ্রুত হজম করতে সাহায্য করে। তাই শশা খান নিয়মিত।

ঢেঁড়স

গরমে হজমের সমস্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা বেড়ে যায়। ঢেঁড়স এই সমস্যা সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে রক্তের শকর্রার মাত্রা।

লাউ

প্রচন্ড গরমে শরীর আর পেট ঠান্ডা রাখতে লাউয়ের জুড়ি মেলা ভার। লাউয়ের ৯২ শতাংশই হল পানি। এছাড়া লাউয়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ফাইবার। সব মিলিয়ে পানির ঘাটতি মিটিয়ে শরীরকে ডিহাইড্রেশনের হাত থেকে বাঁচাতে লাউ অত্যন্ত উপকারী একটি সবজি। এছাড়াও ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, জিঙ্ক, আয়রন ও ম্যাগনেশিয়ামে সমৃদ্ধ লাউ খুবই পুষ্টিকর।

করলা

তিক্ত স্বাদের জন্য করলা অনেকেই তেমন পছন্দ করেন না। কিন্তু করলায় রয়েছে 'পলিপিটাইড-পি' নামের একটি যৌগ যা স্বাভাবিকভাবে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এতে ক্যালোরি রয়েছে নামমাত্র। তাই ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও করলা খুবই উপকারী।

-সংগৃহীত

খেলাধুলা

পুতুল খেলা

পুতুল খেলা খেলেনি এমন মেয়ে বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। বাড়িতে মাটি, কাঠ কিংবা কাপড় দিয়ে মানুষের আদলে পুতুল বানানো হয়। গ্রাম বাংলায় বিভিন্ন মেলা, যেমন বৈশাখী মেলা, রথের মেলা, পৌষ সংক্রান্তি, চড়ক পুজা, শিবরাত্রি, মহররম, ঈদ এবং নানা পার্বণে হরেকরকমের পুতুল তৈরি করা হয়। অবশ্য এখন প্লাস্টিকের পুতুলেরও খুব চল হয়েছে।

ছেলে-মেয়ে, বর-কনে এমনি নানা ধরনের পুতুল কাপড় ও গয়না দিয়ে সাজানো হয়। রান্না-বান্না, সন্তান লালন-পালন, মেয়ে পুতুলের সাথে ছেলে পুতুলের বিয়ে ইত্যাদি নানা বিষয়ের অভিনয় করেই খেলা হয় পুতুল খেলা। আসলে পুতুল খেলার মধ্যে পুরো সংসারের একটা ছবি ফুটে ওঠে। পুতুলগুলো যেন ছোট ছোট মেয়েদের সন্তান। মায়ের মতো স্নেহ-আদর দিয়ে, খাওয়া থেকে শুরু করে ঘুম পাড়ানো পর্যন্ত সব কাজই করে খুকুমায়েরা। কেবল আদর সোহাগই নয় প্রয়োজনে শাসনও করে ছোট্ট মেয়েরা তাদের পুতুল সন্তানকে। পুতুল খেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় পর্ব হলো একজনের মেয়ের সঙ্গে আরেক জনের ছেলে পুতুলের বিয়ে দেয়া। ফরিদপুর ও ময়মনসিংহ অঞ্চলের দুটি ছড়াগানে পুতুল বিয়ের আনন্দ-বেদনার চমৎকার ছবি ফুটে উঠেছে।

চম্পা ফুলের গন্ধে
জামাই আইছে আনন্দে
চম্পা ফুলের সুবাসে
জামাই আইছে আহাসে। (ময়মনসিংহ)

আরেকটি হলো :
হলদি গুটি গুটি
চিরা কুটি কুটি
আজ ফুতলির বিয়া
ফুতলিরি নিয়া যাবে
ঢাকে বাড়ি দিয়া
ফেসী কান্দে ওসী কান্দে
কান্দে মাইয়ার মা
হোলা বিড়াল কাইন্দা মরে
ঢোক মেলায় না। (ফরিদপুর)

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম রচিত ‘পুতুলের বিয়ে’ নামের এক নাটিকায় পুতুল খেলার বিবরণ পাওয়া যায় পুতুল খেলায় সংসারজীবনের নানা বিষয়ের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ছোট ছোট মেয়েরা নিজেদের অজান্তেই অনাগত জীবনের চর্চা করে। ছোট্ট মেয়েদের প্রিয় এই খেলাটি বাংলার সব অঞ্চলেই প্রচলিত।

এক্কাদোক্কা

এক্কাদোক্কা আমাদের দেশের মেয়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয় একটি খেলা। ভাঙ্গা মাটির হাড়ি বা কলসির টুকরা দিয়ে চাড়া বা ঘুটি বানিয়ে বাড়ির উঠানে কিংবা খোলা জায়গায় আয়তাকার দাগ কেটে খেলা হয় এক্কাদোক্কা। ঘরের মধ্যে আড়াআড়ি দাগ টেনে তৈরি করা হয় আরো ছয়টি খোপ।

বেশ সরল নিয়মের এই খেলাটি একা একাই খেলা যায়। আবার বন্ধুরা মিলে এক্কাদোক্কার প্রতিযোগিতাও করা যায়। এক এক করে প্রতিটি ঘরে চাড়া ছুড়ে এবং এক পায়ে লাফ দিয়ে দাগ পার হয়ে ওই চাড়া পায়ের আঙ্গুলের টোকায় ঘরের বাইরে আনতে

হয়। আঙ্গুলের টোকায় চাড়াটি কোন দাগের উপর পড়লে কিংবা দুই পাশের রেখা পার হয়ে গেলে খেলোয়াড় দান হারায়। তখন দান পায় দ্বিতীয় জন। এভাবে যে সব ঘর পার হয়ে আসতে পারে সে-ই এক্কাদোক্কায় জিতে যায়।

অঞ্চলভেদে এক্কাদোক্কার নিয়মে কিছু কিছু ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন মুখ উপরের দিকে তুলে চাড়াটি কপালে রেখে ঘর অতিক্রম করা, দাগে পা পড়লে দান বাদ হওয়া ইত্যাদি। কোথাও আবার শেষ ঘরটি পার হওয়ার সময় না ঘুরে চাড়াটি ছুড়ে মারা হয়।

খেলাটি এখনো পুরোপুরি হারিয়ে যায়নি। গ্রামাঞ্চলে ও মফস্বল এলাকায় এখনো মেয়েদের এক্কাদোক্কা খেলতে দেখা যায়।

■ অগ্রদূত ক্রীড়া প্রতিবেদক

ছড়া-কবিতা

বৈশাখের কবিতা
মোঃ আব্দুর রহিম শিকদার

বৈশাখ তুমি বাংলা বছরের প্রথম মাস;
বৈশাখ তুমি নব আনন্দের উচ্ছ্বাস!
বৈশাখ তুমি নব জাগরণের সোপন,
বৈশাখ তুমি কাল বৈশাখির রুদ্রশ্বাস
বৈশাখ তুমি স্বরূপে কর সবার সর্বনাস।
বৈশাখ ফাল্গুন তোমার অগ্রপথিক
ফাল্গুন তোমার সবুজে বসন্তের মাদকতা এনে দেয়,
বৈশাখ তুমি সেই মহিমায় হও মহিমান্বিত
তাই তো তোমায় নিয়ে গর্ব করি, তিরস্কারও করি।
বৈশাখ তবু তোমায় স্বাগতম, তোমায় বরণ করি।
রবিঠাকুরের বৈশাখ, এসো হে বৈশাখ এসো এসো।

[লেখক: উডব্যাজার, পার্ববতীপুর রেলওয়ে জেলা]

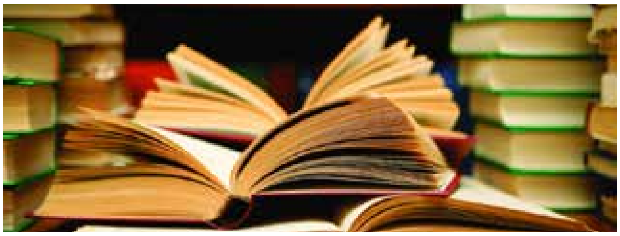

বই পাওয়া যায়
-মীর মোহাম্মদ ফারুক

সিগারেট পাওয়া যায় গলিটির মোড়ে।
বই মিলিবে শুধু
বই মেলা এলে।
সিগারেট তৈরি হয় কারখানা ঘরে,
বই লেখা হয় মন ঘর থেকে।
বই কেনার তরে যেতে হয় ঢাকা,
ঘর থেকে বেরুলেই মিলে যায় নেশা।
মানব শিশু যবে হামাগুড়ি দেয়,
বই খাতা যা পায় সব গিলে খায়,
এসমাজ শিশুটিকে খেতে দেয় ধুঁয়া।

সবল শিশু আর বই পাঠ ছাড়া,
মানুষ পাওয়ার আশা,
ছেড়েছি যে মোরা।
পাঠশালে ভালো কিছু
ফলাফল হলে,
থালা বাটি তুলে দেয়,
নেতা গুরু মিলে।
বইয়ের দেখা পায় শিশু
বুড়ো বয়স এলে,
জ্ঞানের আলো ছাড়া,
যায় সে যে মরে।

ছড়াকার পরিচিতি:- বাইসাইকেলে বিশ্ব ভ্রমনকারী, লেখক, সাংবাদিক ও স্কাউটার

(বিঃদ্রঃ অগ্রদূতে ছড়া অথবা কবিতা পাঠানোর ক্ষেত্রে ছন্দের বিন্যাস এবং শব্দের প্রয়োগে বিশেষ সতর্কতা জরুরী। কবিতা কিংবা ছড়ায় অযাচিত শব্দের প্রয়োগ, ছন্দে অমিল, বিরাম চিহ্নের ভুল ব্যবহার থাকলে তা প্রকাশের অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।)

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশের সংক্ষিপ্ত খবর

দেশের খবর...

০৩.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– বর্তমান বিশ্বের প্রতিযোগিতায় টিকে থাকাতে পণ্যের বহুমুখীকরণের মাধ্যমে নতুন নতুন বাজার খুঁজে বের করতে গার্মেন্টস মালিকদের প্রতি আহবান জানান প্রধানমনন্ত্রী শেখ হাসিনা।

০৫.০৪.২০১৯ ॥ শুক্র

– বাংলা একাডেমিতে ২ দিনব্যাপী 'ওয়াও-উইমেন অব দ্য ওয়ার্ল্ড' ফেস্টিভ্যাল শুরু হয়।

০৬.০৪.২০১৯ ॥ শনিবার

– চলচ্চিত্রের শক্তিমান ও জনপ্রিয় কৌতুক অভিনেতা টেলিসামাদ মারা যান।

০৮.০৪.২০১৯ ॥ সোমবার

– মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় পাঁচ বাংলাদেশিসহ ১১ জন নিহত হয়।

১০.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– মাওয়ার পদ্মা সেতুর ১৩ ও ১৪ নম্বর পিলারের ওপর দশম স্প্যান বসানো হয়।

১১.০৪.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– পোশাকশিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর নতুন সাভাপতি নির্বাচিত হন রুবানা হক।

১২.০৪.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে তিন দিনের সরকারি সফরে ঢাকায় আসেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং।

১৩.০৪.২০১৯ ॥ শনিবার

– পাঁচটি সমঝোতা দলিল সই করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. লোটে শেরিং।

১৪.০৪.২০১৯ ॥ রবিবার

– উৎসবমুখর পরিবেশ ও নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের মধ্য দিয়ে সারা দেশে বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়।

১৬.০৪.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– দেশেজুরে শুরু হয় জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা সপ্তাহ।

১৭.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৮.০৪.২০১৯ ॥ বৃহস্পতিবার

– রাজধানীতে সপ্তম আন্তর্জাতিক মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব শুরু হয়।

১৯.০৪.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– পদ্মা সেতুর রেলওয়ে গার্ডার স্থাপন শুরু হয়।

২২.০৪.২০১৯ ॥ সোমবার

– বাংলাদেশে ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে সহযোগিতা বাড়াতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রুনাইয়ের সুলতানের মধ্য সাতটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

২৩.০৪.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– জাজিরা প্রান্তে পদ্মা সেতুর ৩৩ ও ৩৪ নম্বর পিলারের ওপর ১১ তম স্প্যান বসানো হয়।

২৪.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– একাদশ জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু।

বিদেশের খবর...

০৩.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সিচুয়ান প্রদেশের বনে আগুন নেভাতে গিয়ে প্রাণ হারান ফায়ার সার্ভিসের ২৭ কর্মী।

০৫.০৪.২০১৯ ॥ শুক্র

– বিশ্বব্যাংকের ১৩ তম প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন ডেভিড আর ম্যালপাস।

০৬.০৪.২০১৯ ॥ শনিবার

– সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি নগরীতে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিবাদে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ করে।

০৭.০৪.২০১৯ ॥ রবিবার

– মালদ্বীপের পার্লামেন্ট নির্বাচনে পেসিডেন্ট ইব্রাহিম মোহাম্মদ সালেহর দল জয়ী হয়।

১০.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

নিউজিল্যান্ডের পার্লামেন্টে অস্ত্র আইন সংশোধন বিল পাস হয়।

১২.০৪.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– পাকিস্তানের কোয়েটার একটি ফল ও সবজির বাজারে একটি শক্তিশালী বোমার বিস্ফোরণে ১৬ জন নিহত ও অন্তত ৩০ জন আহত হয়।

১৩.০৪.২০১৯ ॥ শনিবার

– ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে রাশিয়া সর্বোচ্চ বেসামারিক সম্মান 'অর্ডার অব সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্যা অ্যাপোসেল' প্রদান করে।

– স্পেনের পুলিশ ভেনিজুয়েলার সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাবেক এক শীর্ষ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করে।

১৬.০৪.২০১৯ ॥ মঙ্গলবার

– ইয়েমেনে সৌদি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মার্কিন সিনেটের একটি প্রস্তাব নাকচ করে দেয় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

১৭.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– ইন্দোনেশিয়ায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

– পেরুর সাবেক পেসিডেন্ট অ্যালান গাসিয়া আত্মহত্যা করেন।

১৯.০৪.২০১৯ ॥ শুক্রবার

– যুক্তরাজ্যের রাজধানী লন্ডনে জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে পঞ্চম দিনের মতো বিক্ষেভ করে পরিবেশ কর্মীরা।

২২.০৪.২০১৯ ॥ সোমবার

– আত্মঘাতি সিরিজ বোমা হামলার পর নাজুক পরিস্থিতি সামাল দিতে জরুরি অবস্থা ঘোষনা করে শ্রীলঙ্কার সরকার।

২৪.০৪.২০১৯ ॥ বুধবার

– রাশিয়ার ভ্লাদিভোস্টকে কিম পুতিনের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

■ সংকলন: মোঃ মশিউর রহমান
নির্বাহী সম্পাদক, অগ্রদূত

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করলেন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর সমাজ উন্নয়ন বিভাগের উদ্যোগে ২৪ এপ্রিল ২০১৯, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় 'সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে স্কাউটদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন ডাঃ মোঃ এনামুর রহমান, এম.পি. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এবং বিশেষ স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোঃ শাহজাহান আলী মোল্লা, সভাপতি, সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সদস্য, বাংলাদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং সিনিয়র সচিব, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন জনাব মোঃ ফসিউল্লাহ, জাতীয় উপ কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য), বাংলাদেশ স্কাউটস এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান, নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)। ২০১৭ সালের সমাজ উন্নয়ন অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী ২০০ জন স্কাউট ও রোভার স্কাউটদের মাঝে এই অ্যাওয়ার্ড ও সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার, রোভার, রেলওয়ে, নৌ ও এয়ার অঞ্চলের কর্মকর্তা, কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউটগণ উপস্থিত ছিলেন।

'আর্থ আওয়ার ডে ২০১৯' পালন

বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সদর দপ্তরে, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রকৃতি রক্ষায় সবাইকে সচেতন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানানোর বৈশ্বিক আন্দোলন 'আর্থ আওয়ার ডে' ২০১৯ পালন করা হয়। ৩০ মার্চ স্থানীয় সময় রাত সাড়ে ৮টা থেকে রাত সাড়ে ৯টা পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন শহরে বিদ্যুৎ বন্ধ করে 'আর্থ আওয়ার ডে ২০১৯' পালন করা হয় । বিশ্বব্যাপী 'আর্থ আওয়ার' আন্দোলনের আয়োজন করে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার (ডব্লিউ ডব্লিউ এফ)। পৃথিবীর প্রতি প্রতিশ্রুতির প্রতীক হিসেবে, প্রতিবছর মার্চ মাসের শেষে বিশেষ একটি দিনে রাত সাড়ে ৮টা থেকে সাড়ে ৯টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধের জন্য ব্যক্তি, সমাজ ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহিত করতে 'আর্থ আওয়ার' পালন করা হয়। ২০০৭ সালে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি অপেরা হাউজে বৈদ্যুতিক সংযোগ বন্ধের মাধ্যমে এর প্রচলন ঘটে। এখন বিশ্বের ১৮৭টি দেশের ৭ হাজার শহরে 'আর্থ আওয়ার' পালিত হয়। এই কার্যক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটসের সদস্যগণ পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন জেলা ওউপজেলা এই দিবস পালন করেছে। জাতীয় স্কাউট ভবন, কাকরাইল, ঢাকায় ৩০ মার্চ 'আর্থ আওয়ার ডে ২০১৯' পালন করা হয়। দিবসটি উপলক্ষে র‍্যালী ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

পিএস মূল্যায়ন ক্যাম্প

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রোগ্রাম বিভাগের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় জাতীয় পর্যায়ের প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড মূল্যায়ন ক্যাম্প ১১ থেকে ১৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পে ১১৮৮ পিএস অ্যাওয়ার্ডপ্রার্থী অংশগ্রহণ করে। এ ক্যাম্পে উত্তীর্ণদের গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর স্বাক্ষরিত সনদপত্র প্রদান করা হবে এবং তিনি নিজে তাদের আনুষ্ঠানিকভাবে এ অ্যাওয়ার্ড পরিয়ে দিবেন। ক্যাম্প চীফ এর দায়িত্ব পালন করেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) স্কাউটার মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন। বাংলাদেশ স্কাউটস এর সহ সভাপতি জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক উপস্থিত হয়ে ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারীদের সাথে মতবিনিময় করেন।

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা

বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর স্ট্র্যাটেজিক প্ল্যান অনুযায়ী ২০২১ সালে ২১ লক্ষ মানসম্মত স্কাউট সংখ্যা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সাথে সমানভাবে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের আয়োজনে ৪ এপ্রিল ২০১৯ দিনব্যাপী বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে অনুষ্ঠিত হয় গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিষয়ক মতবিনিময় সভা। সভায় অংশহগ্রহণকারী হিসেবে ছিলেন মহিলা লিডার ট্রেনার (এলটি) , সহকারী লিডার ট্রেনার (এএলটি) ও উডব্যাজারগণ। এলটি, এএলটি, উডব্যাজার, প্রশিক্ষক ও স্বেচ্ছাসেবী রোভারসহ মোট ৬৪জন স্কাউটারের পদচারণায় শামস হল ছিল কোলাহলপূর্ণ।

বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার ড.মোঃ মোজাম্মেল হক খান, মাননীয় কমিশনার, দুর্নীতি দমন কমিশন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি মহিলাদের উপস্থিতি এবং গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্তোষ প্রকাশ করে আরও অধিক সংখ্যক মহিলা লিডার এবং গার্ল-ইন-স্কাউট সদস্য সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এবং অদূর ভবিষ্যতে গার্ল-ইন-স্কাউট সদস্য সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি নিয়ে আশাবাদ ব্যাক্ত করেন। গার্ল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় কমিশনার জনাব সুরাইয়া বেগম, এনডিসি, মাননীয় কমিশনার, তথ্য কমিশন মতবিনিময় অনুষ্ঠানের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন বিভাগের সম্মানিত জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর নির্বাহী পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর নাজমা শামস, সভাপতি, গার্ল ইন স্কাউটিং বিষয়ক জাতীয় কমিটি।

''ট্রেনিং টিমের মহিলা সদস্যগণের আত্মউন্নয়ন ও নতুন নেতৃত্ব সৃষ্টি'' এ বিষয়ে ইনপুট সেশন পরিচালনা করেন প্রফেসর ডাঃ মোহাম্মদ সৈয়দুল ইসলাম মল্লিক, সভাপতি, এডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস। পরবর্তী সেশনগুলো ছিল : (ক) প্রেক্ষাপটঃ বিশ্ব স্কাউটিং ও বাংলাদেশে গার্ল-ইন-স্কাউটিং এর পঁচিশ বছর (খ) ট্রেনিং টিমের সদস্যদের ইউনিটের সাথে সম্পৃক্ততা ও প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন (গ) ট্রেনিং টিমের সদস্যগণ লব্ধ প্রশিক্ষণকে কিভাবে কার্যকর করবেন (ঘ) গার্ল-ইন-স্কাউটিং কার্যক্রম মনিটরিংয়ের কৌশল নির্ধারণ (ঙ) ২০১৯ সালে বাংলাদেশ স্কাউটস-এ নারীর ক্ষমতায়ন এবং আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তিতে করণীয়। সেশনগুলো পরিচালনা করেন যথাক্রমে (ক) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) (খ) জনাব মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) (গ) জনাব আরিফুজ্জামান, জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) (ঘ) জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস, নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস (ঙ) জনাব মাহবুবা খানম, জাতীয় উপ কমিশনার (গার্ল-ইন-স্কাউটিং)।

মতবিনিময় সভার সমাপনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ স্কাউটস। সভাপতিত্ব করেন গাল-ইন-স্কাউটিং বিভাগের জাতীয় উপ কমিশনার জনাব মাহবুবা খানম। সারা বাংলাদেশ থেকে আগত মহিলা অংশগ্রহণকারীবৃন্দ দলীয় কার্যক্রম, মতবিনিময়, মুক্ত আলোচনা ও সুপারিশমালা প্রনয়ন করে স্কাউটিং অঙ্গনে নিজেদের উদ্ভাসিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

■ খবর প্রেরক: মোছা:জান্নাতুল ফেরদৌস
সহকারী পরিচালক (গার্ল ইন স্কাউটিং)
বাংলাদেশ স্কাউটস

৪১তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স (সিএএলটি) সুসম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর পরিচালনায় ৪ থেকে ১০ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুর ৪১তম সহকারী লিডার ট্রেনার কোর্স (সিএএলটি) অনুষ্ঠিত হয় ।

সহকারী লিডার ট্রেনার (সিএএলটি) কোর্সে ৩৬জন পুরুষ ও ১৪জন মহিলা প্রশিক্ষণার্থীসহ মোট ৫০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। কোর্স লিডারের দায়িত্ব পালন করেন স্কাউটার মোঃ কামাল উদ্দিন, এলটি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চল। কোর্স পরিচালনায় ১৩ জন পুরুষ ও ০২ জন মহিলাসহ মোট ১৫জন প্রশিক্ষক হিসেবে সহায়তা প্রদান করেন।

কোর্সের উদ্বোধন করেন স্কাউটার মোঃ মোহসিন, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। কোর্সের সোশ্যাল নাইটে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ। রিসোর্স পার্সন হিসেবে সেশন পরিচালনা করেন কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদু সালাম খান, জাতীয় কমিশনার (আন্তর্জাতিক) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, নির্বাহী পরিচালক জনাব আরশাদুল মুকাদ্দিস ও জাতীয় উপ কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান।

অ্যাডাল্ট লিডারগণের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস, অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ৮-১১ এপ্রিল ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরের শামস হলে অ্যাডাল্ট লিডারগণের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর অ্যাডাল্ট রিসোর্সেস বিষয়ক জাতীয় কমিটির সদস্য, আঞ্চলিক প্রতিনিধি, প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ, ইয়াং অ্যাডাল্ট লিডার, মহিলা অ্যাডাল্ট লিডার ও রোভার স্কাউটসহ মোট ৩৯ জন এই ওয়ার্কশপে যোগদান করেন। রিসোর্স পারসন, ওয়ার্কশপ স্টাফ ও সাপোর্ট স্টাফসহ মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৬১ জন।

৯ এপ্রিল ২০১৯ অ্যাডাল্ট লিডারগণের জন্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়ার্কশপ এর শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (আইসিটি) জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার এবং নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের 'Motivation, Administration, Planning, Development, Leadership' নামে মোট ৫টি গ্রুপে ভাগ করে দেয়া হয়। ওয়ার্কশপে : AIS Policy, Stress Management, Fundamentals of Management, Human Resources Development, Organizational Behaviour, Organizational Development, Effective Communication, ICT, Session on Spoken English বিষয়ে সেশন পরিচালনা করা হয়।

ওয়ার্কশপ শেষে যে সুপারিশ প্রদান করা হয় ঃ

স্কীল ডেভেলটমেন্ট ওয়ার্কশপ এর সংখ্যা বাড়ানো, ট্রেনিং পদ্ধতি আধুনিক করা, প্রোগ্রাম যুগোপযোগী এবং আধুনিক করা, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিট পর্যায়ে মনিটরিং এর জন্য জনবল বৃদ্ধি করা, প্রতি বিষয়ে আর্থিক স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করা, ব্যক্তি ও সংগঠনের মূল্যায়ন করা।

১১ এপ্রিল ২০১৯ ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বাংলাদেশ স্কাউটস এর কোষাধ্যক্ষ জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান উপস্থিত ছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং এআইস পলিসি সংক্রান্ত বই এর মোড়ক উন্মোচন করেন। অ্যাডাল্ট লিডারগণের ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ওয়ার্কশপের সমাপনী অনুষ্ঠানে জাতীয় কমিশনার, জাতীয় উপ কমিশনার ও স্কাউট এক্সিকিউটিগণ উপস্থিত ছিলেন।

■ খবর প্রেরক: শর্মিলা দাস
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা মেট্রোপলিটন

বিপি-র জন্মবার্ষিকী পালন

২২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ যাত্রাবাড়ী আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ প্রাঙ্গনে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল-এর ১৬২তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও গ্রুপ কমিটির সভাপতি জনাব মনিরুজ্জামান হাওলাদার ও স্কাউট পতাকা উত্তোলন করেন গ্রুপ কমিটির সহ-সভাপতি ও প্রভাতি শাখার সহকারী প্রধান শিক্ষক স্কাউটার নাসরিন নাহার।

কর্মসূচির মধ্যে বিপি-র জীবনের উপর আলোচনা, স্কাউটিং বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রতিযোগিতা ও সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। এখানে আরো উল্লেখ থাকে যে, ১৯৯৮ সালে বিদ্যালয়ের জন্মলগ্ন থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত স্কুলের প্রাক্তন স্কাউটদের নিয়ে " স্কাউটস্ রি-ইউনিয়ন-২০১৯ " অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রাক্তন স্কাউটরা বিপি-র জীবনির উপর আলোচনা ও নতুন স্কাউটদের সাথে তাদের স্কাউট জীবনের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে প্রেসিডেন্ট স্কাউট অর্জনকারী আশ্রাফুল করিম ও হামিদুল ইসলাম হিরা। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন স্কাউট দলের পক্ষ থেকে শারমিন আক্তার জয়া, আরিফা রহমান, আল-সাবা এবং ইউনিট লিডারদের পক্ষ থেকে যথাক্রমে স্কাউটার নাসরিন নাহার, আনিসুর রহমান, আবুল কালাম, কাজী এ বি এম ইমরান (এল.টি)।

■ খবর প্রেরক: অগ্রদূত সংবাদদাতা
ঢাকা অঞ্চল

গাজীপুরে কাব স্কাউট লিডার বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে ৬৩৮ ও ৬৩৯ তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স গাজীপুরের কালিয়াকৈরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ স্কাউটস কালিয়াকৈর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত পাঁচদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্স দুটি শেষ হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি বিকালে।

কালিয়াকৈর উপজেলার আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে অনুষ্ঠিত পৃথক দুটি কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানের আগে যথাক্রমে ৪১ ও ৪০ জন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে দীক্ষা প্রদান করা হয়। কোর্স দুটিতে কোর্স লিডার ছিলেন যথাক্রমে আলহাজ্ব মো: সাহাবুদ্দিন এএলটি এবং আলহাজ্ব মো: আলতাফ হোসেন এএলটি।

২৩ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত কাব অভিযানের সমাপ্তিলগ্নে কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ স্কাউটসের নির্বাহী পরিচালক আরশাদুল মুকাদ্দিস বক্তব্য রাখেন। রাতে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণে মহা তাঁবুজলসায় আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ মো: আব্দুল মান্নান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন।

২০ ফেব্রুয়ারি সকালে আফাজউদ্দিন মেমোরিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে বাংলাদেশ স্কাউটস ঢাকা অঞ্চলের আয়োজনে কোর্স দুটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য দেন কালিয়াকৈর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা রমিতা ইসলাম। বাংলাদেশ স্কাউটসের সাবেক কর্মকর্তা সেকান্দর আলী সরদারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা আলমগীর হোসেন, বাংলাদেশ স্কাউটস গাজীপুর জেলা সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক, কোর্স লিডার আলহাজ্ব মো: আলতাফ হোসেন এবং আলহাজ্ব মো: সাহাবুদ্দিন, কালিয়াকৈর উপজেলা কমিশনার মো: জাহাঙ্গীর আলম, উপজেলা সম্পাদক মো: মজিবুর রহমান প্রমূখ বক্তব্য রাখেন।

২০ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কোর্সে প্রশিক্ষক ছিলেন, সেকান্দর আলী সরদার এলটি, মাওলানা আব্দুল আউয়াল সিএলটি কোর্স সম্পন্নকারী, লোকমান হোসেন এএলটি, মো: জাহাঙ্গীর আলম এএলটি, ডা: আব্দুল্লাহ আল আযাদ এএলটি, হোসেন শরীফ আহমেদ সিএএলটি কোর্স সম্পন্নকারী, ফাতেমা জোহরা সিএএলটি কোর্স সম্পন্নকারী, মীর মোহাম্মদ ফারুক উডব্যাজার, কামরুন্নাহার ববি উডব্যাজার, খলিলুর রহমান উডব্যাজার, জাহাঙ্গীর কাদের উডব্যাজার, আমিনুল ইসলাম উডব্যাজার, শহিদুর রহমান উডব্যাজার। কোর্সে কালিয়াকৈর উপজেলার ও গাজীপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৪২ জন বয়স্ক লিডার অংশগ্রহণ করেন।

■ খবর প্রেরক: মীর মোহাম্মদ ফারুক
সদস্য
জনসংযোগ, প্রকাশনা ও মার্কেটিং বিষয়ক কমিটি
বাংলাদেশ স্কাউটস।

মুজিবনগরে স্কাউট ইউনিট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স সম্পন্ন

বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, মুজিবনগর উপজেলার ব্যবস্থাপনায় মুজিবনগর মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে দিনব্যাপি ৩১০তম স্কাউট ইউনিট লিডার ওরিয়েন্টেশন কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কোর্সে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলার ৪৭ জন শিক্ষক। কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস, মুজিবনগর উপজেলার কমিশনার জনাব মোঃ আফতাবউদ্দিন, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ওরিয়েন্টেশন কোর্সের উদ্বোধন ঘোষনা করেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর ইউ,আর,সি- এর ইন্সট্রাকটর জনাব মোঃ শাহেদুজ্জামান, আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলা স্কাউটসের সম্পাদক মোঃ মাহবুবুল হাসান, মোঃ গোলাম ফারুক প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা স্কাউটসের সম্পাদক মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ জাহিদ হোসেন, রুৎ ছবি বিশ্বাস, মুজিবনগর উপজেলা কাবলিডার মোঃ ফারুক হোসেন।

■ খবর প্রেরক: মোঃ ফারুক হোসেন
উপজেলা কাব লিডার
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

দামুড়হুদায় কাব স্কাউট বেসিক কোর্স অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ স্কাউটস খুলনা অঞ্চলের পরিচালনায় ও বাংলাদেশ স্কাউটস, দামুড়হুদা উপজেলার ব্যবস্থাপনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি হতে ৩ মার্চ, ২০১৯ তারিখ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলায় ৫ দিনব্যাপী ৩৬৭তম কাব স্কাউট ইউনিট লিডার বেসিক কোর্স সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারি থেকে কুড়ুলগাছি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এ কোর্সের উদ্বোধন করেন সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, চুয়াডাঙ্গা জেলা ও জেলা প্রশাসক, চুয়াডাঙ্গা জনাব গোপাল চন্দ্র দাস, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রফিকুল হাসান এর সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব সাকি সালাম, দামুড়হুদা উপজেলা স্কাউটসের কমিশনার জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, সম্পাদক মোঃ আকবার হোসেন, কোর্স লিডার হিসেবে ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের লিডার ট্রেনার জনাব মোঃ মনোয়ার আহমদ, প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সহকারি উপজেলা শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ আবু তালেব, মেহেরপুর জেলা

কাব লিডার মোঃ মনিরুল হক, মুজিবনগর উপজেলা কাব লিডার মোঃ ফারুক হোসেন, মোঃ ওবাইদুল হক জোয়ার্দ্দার, মোঃ নাজমুল হক, সুপর্না দাস, মোঃ গোলাম মর্তুজা, মো: ইলিয়াছউদ্দিন শেখ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ ফারুক হোসেন
উপজেলা কাব লিডার
মুজিবনগর, মেহেরপুর।

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ২য় আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী

বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর ব্যবস্থাপনায় এবং পরিচালনায় দ্বিতীয় আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী ২২-২৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে সিটি কর্পোরেশন স্টেডিয়াম, বাকলিয়া, চট্টগ্রাম মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ক্যাম্পুরীর থিম ছিল: আনন্দ উচ্ছাসে কাব স্কাউটিং। বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল এর ৬ টি জেলা থেকে ২৩ টি গার্ল ইন কাবদলসহ মোট ১৫৪ টি দলের মোট ৯২৪ জন কাব স্কাউট সদস্য কাব ক্যাম্পুরীতে অংশগ্রহণ করে। এছাড়া ১৫৪ জন ইউনিট লিডার, ৮০ সাংগঠনিক কমিটির সদস্য, ৩৪ জন রোভার স্কাউট স্বেচ্ছাসেবক এবং আমন্ত্রিত অতিথিসহ সর্বমোট ১৪০০ জন নিয়ে ২য় আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী অনুষ্ঠিত হয়।

কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল এস এম ফারুখ উদ্দিন এর নেতৃত্বে এক দল দক্ষ স্কাউটার এবং স্বেচ্ছাসেবক খাদ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করে। অংশগ্রহণকারী ইউনিটসমূহকে রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়। অংশগ্রহণকারী ইউনিট এবং কর্মকর্তাগণ সকলকেই তাঁবুতে বাস করেন।

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের সভাপতি ও চট্টগ্রাম শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ইসলাম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে সিটি কর্পোরেশনের সম্মানিত মেয়র জনাব আ. জ. ম. নাছির উদ্দিন ক্যাম্পুরীর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বক্তব্যে তিনি বলেন-বালক বালিকাদের সুন্দর ও উন্নত মননশীলতা তৈরির লক্ষ্যে এ ধরণের কর্মসূচি আমরা নিয়মিত করতে পারি। আমাদের মনে রাখতে হবে আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে এ.কে খান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্ট্রি সেক্রেটারী সালাউদ্দিন কাশেম খান, বাংলাদেশ স্কাউটস ফাউন্ডেশন এর সভাপতি ও সাবেক মুখ্য সচিব স্কাউটার মো: আবদুল করিম, বিশেষ অতিথি হিসেবে জাতীয় কমিশনার (উন্নয়ন) স্কাউটার মেজবাহ উদ্দিন ভুইয়া, স্কাউটার জাহাঙ্গীর চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাম্পুরীতে প্রত্যেক কাব স্কাউট এর প্রতিভাকে ০৮ টি কার্যক্রম বা প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপস্থাপনার সুযোগ ছিল যা "উচ্ছাস" নামে অভিহিত করা হয়।

উচ্ছাস-০১ (সকালে উঠি) এর পরিচালক জনাব হাবিবুল হক-এলটি এর নেতৃত্বে প্রতিদিন সকালে শরীর চর্চার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হয় সকালে উঠি উচ্ছাসটি। কাব স্কাউটরা প্রতিদিন ভোরে উঠে নিজের প্রয়োজনীয় কাজ শেষে শরীর চর্চার উপযোগী পোশাক পরে "সকালে উঠি" উচ্ছাসে অংশগ্রহণ করে।

উচ্ছাস-০২ (গুচ্ছ গ্রাম) এর পরিচালক জনাব মজিবুর রহমান ফারুকী এর নেতৃত্বে পরিদর্শন করা হয় প্রতিদিন সকালে কাব স্কাউটদের গুছ গাছে । পরিদর্শক পরিদর্শণ শেষে সংশ্লিষ্ট তাঁবুতে অবস্থানকারী ইউনিটকে একটি মূল্যায়ন করেছেন।

লাল-সবুজ অনুষ্ঠান ঃ আমাদের জাতীয় পতাকা লাল-সবুজ, আর এ জন্যই পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানকে এবারের ক্যাম্পুরীতে 'লাল-সবুজ অনুষ্ঠান' নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রতিদিন সকালে কেন্দ্রীয়ভাবে 'লাল-সবুজ অনুষ্ঠান' অনুষ্ঠিত হয়। এতে সকল কাব স্কাউট, কাব স্কাউট লিডার ও সাব ক্যাম্প কর্মকর্তাগণ নিয়মিত উপস্থিত থেকেছেন।

উচ্ছাস ০৩(এগিয়ে চলি) এর পরিচালক জনাব মো: আকতার হোসেন এএলটি এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় কাব অভিযান। কাব অভিযানে কাবদের ব্রীজের নিচে নিয়ে যাওয়া

হয়। যাত্রাপথে কাবেরা অনেক আনন্দ করে।

উচ্ছ্বাস ০৪ (আনন্দ মেলা) এর পরিচালক জনাব আলাউদ্দিন-এএলটি এর নেতৃত্বে কাব কার্ণিভালে প্রতিটি ষষ্ঠক নির্দিষ্ঠ সংখ্যক বিষয়ে অংশগ্রহণ করে। টার্গেট হিট, ভারসাম্য দৌড়, ভারসাম্য রক্ষা, শাপলা বাড়ী (শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় পারদর্শিতা ব্যাজ নির্বাচন), হুলাহু (কোমড়ে রিং ঘোরানো), তিরন্দাজ, বোল্ড আউট, প্যানান্টি শর্ট প্রভৃতি। আনন্দ মেলার লিডারের নেতৃত্বে এ আয়োজন চলে। কাব স্কাউটরা বর্ণিল সাজে সেজে আনন্দ মেলাতে আসে। আকেলাগণ ও স্টেশন লিডাররাও কাব স্কাউটদের সাথে নির্মল মজা করার জন্য বিচিত্র রঙে ও সাজে নিজেদের উপস্থাপন করেন।

উচ্ছ্বাস ০৫ (কাজ করি) এর পরিচালক জনাব মমতাজ উদ্দিন তালুকদার-এএলটি এর নেতৃত্বে কাব স্কাউটরা একক ও দলগতভাবে বিভিন্ন ধরণের খেলাধূলা, শারীরিক কলা-কৌশল ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেছে। মূলত: দলগতভাবে কাব স্কাউটরা প্রতিদিন বিকেলে কসরত প্রদর্শন করে।

উচ্ছ্বাস ০৬ (বন্ধু গড়ি) এর পরিচালক জনাব আকতার হোসেন-এএলটি এর নেতৃত্বে কাব স্কাউটরা একই সাব ক্যাম্পে অবস্থানরত অন্য ইউনিটের কাব স্কাউটদের সাথে বন্ধুত্ব করে। নির্ধারিত দিনে সাব ক্যাম্পের একটি ইউনিটের কাব স্কাউটরা আমন্ত্রিত ইউনিটে আসে ; পরবর্তীতে তারাও ঐ ইউনিটে যায়। এজন্য ষষ্টকের মধ্যে যার হাতের লেখা ভাল, তার সাহায্য নিয়ে একটি লিখিত দাওয়াত পত্র তৈরী করে আগের দিন নির্ধারিত ইউনিটে দাওয়াতপত্র বিনিময় করেছে।

উচ্ছ্বাস ০৭ (নিজেকে জানি) এর পরিচালক জনাব ম. মাঈন উদ্দিন তালুকদার এর নেতৃত্বে কাব স্কাউটরা নিজেকে চেনার বা আবিস্কার করার সুযোগ পেয়েছে। 'নিজেকে জান' উচ্ছ্বাসে স্কাউটস এর ইতিহাস ও ঐতিহ্য জানতে পেরেছে।

উচ্ছ্বাস ০৮ (ক্যাম্প ফায়ার) এর পরিচালক জনাব সামছুল ইসলাম-এএলটি নেতৃত্বে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কাব স্কাউটরা সারা দিনের ক্লান্তিকে পেছনে ফেলে নির্মল বিনোদনে একত্রিত হয়ে অংশ নিয়েছে। প্রথম দিন- সাব ক্যাম্প দু'টি ভাগে, দ্বিতীয় দিন- সাব ক্যাম্প ভিত্তিক এবং তৃতীয় দিন সাব ক্যাম্পে চুড়ান্ত বাছাই অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগের কারণে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে ২য় আঞ্চলিক কাব ক্যাম্পুরী সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

গ্রুপ সভাপতি ও ইউনিট লিডারগণের সমন্বয় সভা

বাংলাদেশ স্কাউটস, রাউজান উপজেলার ব্যবস্থাপনায় গ্রুপ সভাপতি ও ইউনিট লিডারগণের সমন্বয় সভা ১৬ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে উপজেলা সম্মেলন কক্ষ, রাউজানে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২০৩ জন গ্রুপ সভাপতি ও ইউনিট লিডার উপস্থিত ছিলেন। সভায় নতুন দল খোলা, একাধিক ইউনিট খোলা, প্যাক মিটিং নিয়মিতকরণের বিষয়ে আলোচনা, গ্রুপ কমিটির দায়িত্ব , গ্রুপ সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য, ইউনিট লিডারের দায়িত্ব ও কর্তব্য, গ্রুপ সভাপতি ও ইউনিট লিডারগণের সম্পর্ক উন্নয়নে করণীয় নির্ধারনে আলোচনা করা হয়। কমিশনার চৌধুরী আব্দুলাহ আল মামুন এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস, রাউজান উপজেলা মো: শামীম হোসেন, বিশেষ অতিথি উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মো: তৌহিদ হোসেন, বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চলের উপ পরিচালক মো: হামজার রহমান শামীম, চট্টগ্রাম জেলা স্কাউটস সম্পাদক মো: হাবীবুল হক, সহকারী পরিচালক, চট্টগ্রাম জনাব মো: শরীফ হোসেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন উপজেলা স্কাউট সম্পাদক মো: দেলোয়ার হোসেন ।

■ খবর প্রেরক: মোঃ হামজার রহমান শামীম
উপ পরিচালক
বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল

স্কাউটিং মানবিকতা শেখায়: জবি উপাচার্য

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের আয়োজনে 'বিশ্বাসী বন্ধু বিনয়ী সদয় প্রফুল মিতব্যয়ী নির্মল রয়' স্লোগানে নবীন সহচর বরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মিলনায়তনে অনুষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য ড. মীজানুর রহমান বলেন, "স্কাউটিং একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান। স্কাউটিং করলে মানবিকতা শেখা যায়। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রোভাররা সর্বাধিক প্রেসিডেন্ট অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদের মানবিক কাজের জন্য"। এ সময় তিনি নবীন সহচরদের স্কাউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকার আহ্বান জানান।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউটের গ্রুপ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান খন্দকারের সভাপতিত্বে সহকারী প্রক্টর ড. মোস্তফা কামাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার-ইন-কাউন্সিল এর সভাপতি শেখ সাদ আল জাবের শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন জবি রোভার-ইন-কাউন্সিলের সাধারণ সম্পাদক মো. এনামুল হাসান কাওছার।

এ সময় জাতীয় পর্যায়ে সমাজসেবায় অগ্রণী ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস কর্তৃক 'ন্যাশনাল সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ২০১৭' অর্জন করায় মো. আরিফুল ইসলামকে এবং বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র অগ্রদূত পত্রিকার সহকারী সম্পাদক হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় রোভার মো. এনামুল হাসান কাওছারসহ স্কাউট দিবস উপলক্ষে আয়োজিত রচনা প্রতিযোগিতা ও কুইজ প্রতিযোগিতায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার তুলে দেন জবি উপাচার্য। সাম্প্রতিক সময়ে চকবাজারের অগ্নিকাণ্ডে ঘটনায় দায়িত্ব পালনকারী রোভার মো. এনামুল হাসান কাওছার ও মো. আহসান হাবীবকে জবি উপাচার্য ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় অংশে জবি রোভার ইন-কাউন্সিলের সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মাহাদী সেকান্দারের সঞ্চালনায় রোভার সদস্যবৃন্দের পরিবেশনায় সাংস্কৃতিক পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

■ খবর প্রেরক: আহসান জোবায়ের, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপ

মিলনমেলায় ১০৮০ রোভার ও গার্ল ইন রোভার

ষোড়শ ঢাকা জেলা রোভার মুট বাস্তবায়িত হয়েছে ধামরাই উপজেলার কুশুরা নবযুগ কলেজে। বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনায় ছয়দিনের এ মুট শেষ হয় ২৩ মার্চ।

এবারের মুটের থিম- 'সমাজ বিনির্মাণে রোভারিং, টেকসই উন্নয়ন বাধাহীন'।

মুটে ঢাকা জেলার ১৩৫টি রোভার দলের ১৭-২৫ বছর বয়সী ১ হাজার ৮০ জন রোভার ও গার্ল ইন রোভার অংশগ্রহণ করে। ১৮ মার্চ থেকেই রোভার দলগুলো মুট মাঠে আসে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকসহ আরও ৪০০ রোভার ও কর্মকর্তা মুট বাস্তবায়নে কাজ করেন।

১৯ মার্চ রোভারদের এই মিলনমেলার উদ্বোধন করেন ঢাকা-২০ (ধামরাই) আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা বেনজীর আহমদ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান স্কাউট ব্যক্তিত্ব ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (বিধি) ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (এপিডি) শেখ ইউসুফ হারুন।

রোভাররা এই মুটে ছয়দিন অবস্থান করে শিক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশ নেয়। মুটে অন্তর্ভুক্ত প্রোগ্রামগুলোকে 'চ্যালেঞ্জ' নামে অভিহিত করা হয়। মোট ১২টি চ্যালেঞ্জ ও কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানের সমন্বয়ে আকর্ষণীয়, উদ্দীপনামূলক, শিক্ষণীয় ও প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি সাজানো হয়েছিল, যা সাব-ক্যাম্প ও কেন্দ্রীয়ভাবে বাস্তবায়িত হয়।

মুটের ১২টি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে- সকাল বেলার পাখি, নিজের বাড়ি, গড়ব সমাজ, আমরা করব জয়, অদম্য যাত্রা, মেধার লড়াই, দেখব এবার জগতটাকে, ইয়ুথ ফোরাম, মজার খেলা, তাঁবু জলসা, বন্ধুত্ব ও তথ্য বাতায়ন।

জাম্বুরি প্রোগ্রামে কেন্দ্রীয় কর্মসূচি হিসেবে ছিল মহাতাঁবু জলসা, পিআরএস, সিডি ও এসআরএম গ্যাদারিং, লিডার'স ও উডব্যাজার'স গ্যাদারিং, এসআরএম রিইউনিয়ন (প্রাক্তন ও বর্তমান) গ্যাদারিং।

মুটের মূল এলাকাসহ বিভিন্ন সাব-ক্যাম্প ও আবাসনের নামকরণ করা হয় ঢাকা জেলা রোভারের প্রয়াত সম্মানীয় রোভার নেতাদের নামানুসারে, ঢাকা জেলা রোভারের গঠন ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। যেন এ প্রজন্মের রোভাররা অগ্রজ নেতাদের সম্পর্কে জানতে উৎসাহী হন।

মুটের মূল এলাকা মরহুম আলহাজ্ব কাজিম উদ্দীন এবং চারটি সাব-ক্যাম্পের নামকরণ করা হয় ঢাকা জেলা রোভারের চারজন একনিষ্ঠ সহচর ড. কিউ এটি এম হাবিবুর রহমান, কে এম আজাদুজ্জামান, মো. সাহেদ আলী বাচ্চু ও চৌধুরী নাঈম ফিরোজের নামে। নারী আবাসনের নামকরণ করা হয় ঢাকা জেলা রোভারের প্রথম নারী লিডার নাজনিন বেগমের নামে।

২২ মার্চ রাতে শেষ হওয়া রোভার মুট থেকে অংশগ্রহণকারীরা ঘরে ফিরে যান ২৩ মার্চ।

প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ডীদের সংবর্ধিত করল ঢাকা কলেজ

ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের উদ্যোগে ০৯ এপ্রিল ঢাকা কলেজ টিচার্স লাউঞ্জে রোভার স্কাউটদের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর সর্বোচ্চ সম্মানসূচক অ্যাওয়ার্ড “প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড-২০১৮” অর্জনকারী রোভার স্কাউটদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের প্রধান জাতীয় কমিশনার এবং দুর্নীতি দমন কমিশন এর কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গঠনে রোভার স্কাউটদেরকে আরো তৎপর এবং গতিশীল মনোভাব পোষণের মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন স্কাউটিং এর মধ্যে লুকিয়ে থাকা অপার আনন্দ, যার স্বাদ নিতে হলে যোগদান করতে হবে এই আন্দোলনে।

ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সভাপতি ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ মোয়াজ্জম হোসেন মোল্লাহ্ এর সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সম্পাদক প্রফেসর শামীম আরা বেগম। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সহ- সভাপতি ও উপাধ্যক্ষ প্রফেসর নেহাল আহমেদ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, “স্কাউটিং হল একটি আন্দোলন, যার কাজ আনন্দের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদান। এর মাধ্যমে একজন ছেলে বা মেয়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠে। স্কাউটরা দেশের যে কোন দুর্যোগ এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দেশের হয়ে নিরলসভাবে কাজ করে যায়”। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশক্রমে আগামীতে স্কাউটিং কার্যক্রমকে আরও বেগবান করা হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ২০১৮ সালে ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের হয়ে প্রেসিডেন্ট’স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড অর্জনকারী আবুল কাশেম (রাকিব) ও নূর মোহাম্মদ মহসিনকে সংবর্ধনা দেয়া হয়।

রংপুরে মেট কোর্স অনুষ্ঠিত

নেতৃত্বদানকারী যোগ্যতা সম্পন্ন ও দক্ষ রোভার স্কাউট সদস্য গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ স্কাউটস, রোভার অঞ্চলের পরিচালনায় এবং বাংলাদেশ স্কাউটস রংপুর জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ০৪ মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত ৫দিন ব্যাপি ৮৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ৯ জন প্রশিক্ষকের পরিচালনায় ও ৭জন সাপোর্ট স্টাফের সহযোগিতায় কারমাইকেল কলেজ রংপুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে রংপুর জেলা রোভার মেট কোর্স ২০১৯।

২৮ ফেব্রুয়ারি কোর্স লিডার প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ার হোসেন পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে কোর্সের উদ্বোধন করেন। কোর্স সিডিউল অনুযায়ী সকাল থেকে রাত পর্যন্ত স্কাউটিং বিষয়ক বিভিন্ন সেশন ও ব্যবহারিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের পদচারনায় মুখরিত ছিলো কোর্স ভেন্যু। স্কাউটস ওন, হাইকিং, মহা তাঁবুজলসা ছিলো কোর্সের উল্লেখযোগ্য অংশ।

৩ মার্চ কোর্সের শেষ রাত্রিতে প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণ ও পরিবেশনায় অনুষ্ঠিত হয় মহা তাঁবুজলসা। অগ্নি প্রজ্জলন করে মহা তাঁবুজলশার উদ্বোধন করেন কারমাইকেল কলেজ এর অধ্যক্ষ ও কোর্স লিডার প্রফেসর ড. শেখ আনোয়ার হোসেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংপুর জেলা রোভারের কমিশনার ও অধ্যক্ষ প্রফেসর মোহাম্মদ মোফাখ্খারুল ইসলাম, বাংলাদেশ স্কাউটস রোভার অঞ্চলের লিডার ট্রেইনার প্রফেসর আরেফিনা বেগম, জেলা রোভারের সম্পাদক ও কোর্স সমন্বয়কারী মোঃ তহিদুল ইসলাম, জেলা রোভারের যুগ্ম সম্পাদক মহাদেব কুমার গুন, রংপুর জেলা রোভার লিডার ও কোর্স কোয়ার্টার মাষ্টার মোঃ হাবিবুর রহমান, রংপুর জেলা রোভারের কোষাধ্যক্ষ সৈয়দ আনোয়ারুল আজিম, রংপুর জেলা রোভার লিডার প্রতিনিধি মোঃ খালেদুল ইসলাম, রংপুর জেলা রোভারের অডিট কমিটির সদস্য আব্দুর রহমান,রংপুর সরকারি কলেজের রোভার স্কাউট লিডার মোঃ শহিদ লতিফ।

৪ মার্চ সকালে কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট বিতরণ ও স্কাউট পতাকা নামানোর মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে ৫ দিনব্যাপি রংপুর জেলা রোভার স্কাউটের মেট কোর্সের।

■ খবর প্রেরক: মোঃ আবু হাসনাত
অগ্রদূত প্রতিনিধি,
রংপুর জেলা রোভার

স্কাউটদের আঁকা ঝোঁকা

তৃপ্তি বিশ্বাস
বার্থী তাঁরা মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্কাউট গ্রুপ, বরিশাল

আনমোল সুলতানা মুসকান
আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা

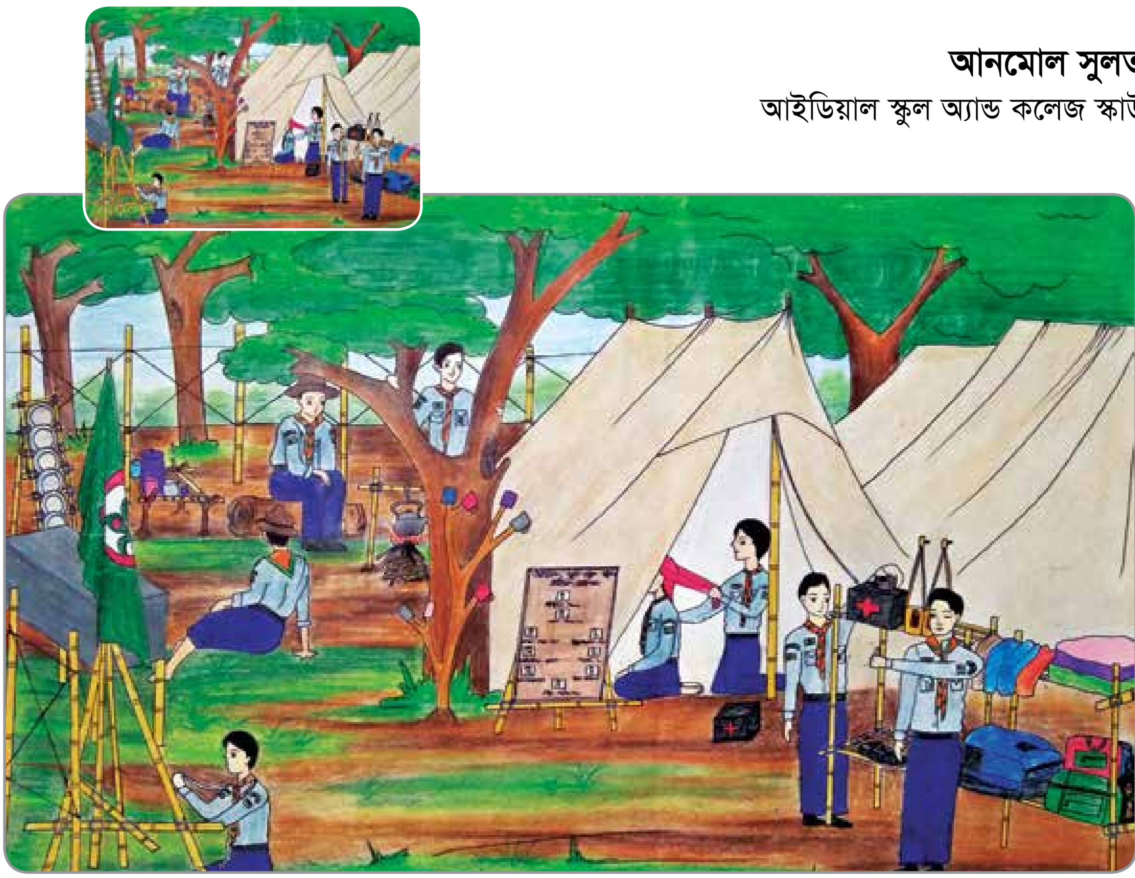

আপনার সন্তান কেন স্কাউট হবে ?

- স্কাউটিং নিয়মানুবর্তী হতে সাহায্য করে
- স্কাউটিং চরিত্র গঠনে সহায়ক
- স্কাউটিং সৎ ও সত্যবাদী হওয়ার শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং শরীর সুস্থ্য ও সবল করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের চৌকষ করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের সুযোগ সৃষ্টির করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে
- স্কাউটিং বিনয় ও ধৈর্য্য শিক্ষা দেয়
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের কর্মঠ ও শ্রমের মর্যাদা শেখায়
- স্কাউটিং সমাজ হিতৈষী নাগরিক সৃষ্টি করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের পরোপকারী ও জনসেবায় উদ্বুদ্ধ করে
- স্কাউটিং ছেলে-মেয়েদের অবসর সময়কে গঠনমূলক কাজে লাগিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধে সাহায্য করে।

Regd. No. DA-35 Monthly The Agradoot Bangladesh Scouts, Year 63, Issue 04, April 2019

ISO 9001 : 2000
CERTIFIED

পাওয়ার গ্রীড কোম্পানী অব বাংলাদেশ লিঃ

POWER GRID COMPANY OF BANGLADESH LTD.

(An Enterprise of Bangladesh Power Development Board)

ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রীড এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মান সম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের অঙ্গিকার

- গ্রীড উপকেন্দ্র, গ্রীড লাইন ও টাওয়ার আমাদের জাতীয় সম্পদ, তা রক্ষা করা আমাদের সকলের দায়িত্ব।
- গ্রীড উপকেন্দ্র, সঞ্চালন লাইন ও বৈদ্যুতিক টাওয়ারের গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ চুরি প্রতিরোধে সহায়তা করুন, বড় ধরণের বিদ্যুৎ বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচান।
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হোন এবং বিদ্যুৎ চুরি প্রতিরোধে বিদ্যুৎ কর্মীদের সহায়তা করুন।
- বৈদ্যুতিক টাওয়ারের সংস্পর্শে আসবেন না, নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখুন।
- গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে স্থাপনা নির্মাণ করুন।
- বৃক্ষরোপন কর্মসূচী পালন কালে গ্রীড লাইন ও টাওয়ার হতে নিরাপদ দূরুত্বে স্থান নির্বাচন করুন।
- আপনার গ্রাহক অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হোন।
- বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী হোন। মনে রাখুন আপনি বিদ্যুৎ সাশ্রয় করলে তা অন্য একজন ব্যবহার করতে পারে। এমনকি ইহা গুরুত্বর অসুস্থ একজনের জীবন বাঁচানোর কাজে লাগতে পারে।
- বিদ্যুৎ অপচয় রোধে সচেতনভাবে ফ্যান, বাতি ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করুন।
- বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী (CFL/T5) বাল্ব ব্যবহার করুন।
- দিনের আলোতে প্রয়োজনীয় কাজ শেষ করুন।
- বিকাল ৫:০০ টা হতে রাত ১১:০০টা পর্যন্ত সময়ে দোকান, শপিংমল, বাসাবাড়ীতে আলোকসজ্জা হতে বিরত থাকুন। এ সময়ে সর্বোচ্চ জাতীয় বিদ্যুৎ চাহিদার গ্রাহক প্রান্তের ব্যবস্থাপনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখুন।

Editor: Sarwar Mohammad Shahriar, Published by Arshadul Mukaddish, Executive Director on behalf of Bangladesh Scouts, National Scout Bhaban 60, Anjuman Mufidul Islam Road, Kakrail, Dhaka-1000, Bangladesh. Phone: 9337714. Printed by: Dot Net Limited, 51-51/A, Purana Paltan, Dhaka-1000, Phone: 9563578